কুরআন করিমে

নারী চরিত্র

শাইখুল ইসলাম ড. তাহের আল-কাদেরী

قرآن اور شمائل نبوی ﷺ

কুরআন হাকিমে নবীর চরিত্র

মূল
শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী

অনুবাদ
মোহাম্মদ আবু তালেব বেলাল

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

কুরআন ও নবীচরিত
মূল : শায়খুল ইসলাম আল্লামা ড. তাহের আলকাদেরী
ভাষান্তর : মোহাম্মদ আবু তালেব বেলাল
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী
প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী, সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮

© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

প্রথম প্রকাশ : ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯, ১৩ মুহাররম ১৪৩১, ১৭ পৌষ ১৪১৬
মূল্য : ৭৫ [পঁচাত্তর] টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা
৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
Quran Hakeem-e Nabir Charitro, By: Allamah Dr. Taher Al-kaderi. Translated In Bengali By:Muhammad Abu Taleb Belal. Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayeb Chowdhury. Price: Tk: 75/-

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

জাগতিক দিক ২
১. ফযিলতের বর্ণনা ১১
২. শামায়েলের (শারীরিক অবকাঠামো) বর্ণনা ১১
৩. খাসায়েলের (অভ্যাস-প্রকৃতি) বর্ণনা ১১
১. শিক্ষণীয় দিক ১২
২. শোভনীয় ও নান্দনিক দিক ১২

কুরআনে হাকিমে নবীর চরিত্র ১৪
কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের বর্ণনা ১৪
নূরে মুহাম্মদী ও কুরআনী উপমা ১৭
উজ্জ্বল প্রদীপের কুরআনী রূপকালংকার ২০
হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সম্বন্ধে হযরত হালিমা রাদিআল্লাহু আনহার প্রতিক্রিয়া ২২
নূরে মুহাম্মদীর আরেকটি অনন্য অলৌকিকত্ব ২৩
নূরীদেহের শানে তানবির (আলোকময়তার মাহাত্ম্য) ২৪
সূরা নজমের আয়াতে নূরী দেহীর বর্ণনা ২৬
আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের কসম খেয়েছেন ২৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে জিনিসের সংযোগ-সম্বন্ধ রয়েছে তাও আল্লাহর নিকট কসমের উপযোগী ৩১
ধন্য ঐ শহর যেখানে প্রিয় হাবিব রয়েছে ৩১
لَا أُقْسِمُ-এর প্রথম তাফসীর ৩২
لَا أُقْسِمُ-এর দ্বিতীয় তাফসীর ৩৩
لَا أُقْسِمُ-এর তৃতীয় তাফসীর ৩৩
কুরআনের কোন স্থানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু নাম ধরে ডাকা হয়নি ৩৫
আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও সুগন্ধিযুক্ত যুলফির শপথ ৩৭
কসমের প্রেক্ষাপট ৩৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আঁখিদ্বয়ের বর্ণনা ৩৯
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মা ও কুরআন ৪০
পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিলের রহস্য ৪০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মার শক্তি ও কুরআন ৪২
আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় মাহবুবের কষ্ট পছন্দ নয় (চাই তা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক না কেন) ৪৩
কুরআন ও বক্ষ উম্মুক্তের বর্ণনা ৪৪
প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা অবলম্বনের রহস্য ৪৬
আল-ইনশিরাহে لك শব্দের মর্মগত গুরুত্ব ৪৬
لَكَ শব্দ যোগ করার আরো দুটি উদাহরণ ৪৭
ঈমানদারদের বক্ষ উম্মুক্তের বাস্তবতা ৪৮
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের কোমলতা ও নম্রতার বর্ণনা ৪৯
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার সমুচ্চতা ও কুরআন ৫০
হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ও কুরআন ৫৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের জন্য সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াত ৫৫
কুরআনী শিক্ষার বুনিয়াদী দর্শন ৫৬
উভয় জগতে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও? ৫৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কার্য সম্পাদন ও উল্লিখিত আয়াত ৫৭
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কার্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু ৫৯
আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টি সবর্দা স্বীয় মাহবুবের দিকে নিবন্ধিত ৬১
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পৃষ্ঠদেশের আলোচনা ৬২
কুরআন মজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের আলোচনা ৬২
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম বস্তুত আল্লাহরই কর্ম ৬৪
রাসূলে উম্মীর প্রকৃত শিক্ষক আল্লাহ ৬৫
নবী চরিত বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিষ্টাচারিতার শিক্ষাদান ৬৫

প্রকাশকের কথা

'শামায়েল' অর্থ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব, গুণাবলি, স্বভাব, জীবনাদর্শ এবং জীবনবৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ক যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তাই এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল শরীফের ওপর অনেক মূল্যবান, তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বহু কিতাব বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাহের আলকাদেরী রচিত বক্ষ্যমাণ বইটি একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। এর রচনাশৈলী খুবই হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক। অনুবাদক মূল রচনায় সে আবেদন অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন।

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল শরীফের ওপর জ্ঞান রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য নেহায়ত প্রয়োজন। কারণ বর্তমান যুগে একশ্রেণীর জ্ঞানপাপী তাঁকে সাধারণ মানুষ ও নেতা-নেত্রীর সমপর্যায়ে আনার চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলের শামায়েল সম্পর্কে অনবহিত। সাধারণ পাঠকমহল এ বিষয়ে জ্ঞান রাখলে তাদের মিথ্যা কথায় প্ররোচিত হবেনা। রাসূলের শামায়েল যে অসাধারণ গুরুত্ববহ তা বুঝতে পারলে তারা কখনো বিভ্রান্ত হবেনা।

বিষয়টি যেহেতু ঈমান-আকীদার সাথে সম্পর্কিত, তাই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমরা বইটি বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমরা বইয়ের মৌলিকত্ব অটুট রেখে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় রাসূল আকরামের শামায়েল সম্বন্ধে কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যাচাই-বাছাইয়ের দায়িত্ব আপনাদের ওপর রইল। ভুল-ত্রুটি নজরে দিলে আমরা আগামী সংস্করণে শোধরানোর চেষ্টা করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

সালামসহ

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক

সনজরী পাবলিকেশন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

ভূমিকা

এ বিষয়টি বাস্তব যে, যখন হতে মুসলিম জাতি এ বিশ্বভূবনে সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মূলচ্যুত হয়ে পড়েছে, তখন হতে সর্বক্ষেত্রে তাদের চিন্তাগত এবং কর্মগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিজ মূলকেন্দ্র হতে হটে গেছে। যদিও খন্ডকালীন কোন সময়ে কতিপয় সচেতন বুদ্ধিজীবির পক্ষ হতে জাতির সর্বগ্রাসী এ চিন্তাগত ও কর্মগত অবনতি আংশিকভাবে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে, তবে তা যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। কেননা, তাদের অধিকাংশের মধ্যে কোন না কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন ত্রুটি ও কমতি রয়েছে গেছে, যার ফলে পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি ও সংশোধনের পরিবর্তে আরো অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর জনসাধারণের নিভু নিভু আশা-ভরসা হতাশা ও বিষণ্নতায় ডুবে গেল। পরিস্থিতির চিত্র কিছুটা এভাবে লক্ষ্য করা যায় যে,

مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی

'রোগও একের পর এক দেখা দিতে থাকে, ঔষধও পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে।'

এ মুহূর্তে আমাদের আলোচনা অন্য কোন বিষয়ে নয়, বরং নিজেদের মনোযোগ-মনোনিবেশকে শুধু এ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা।

- যখন বিপর্যস্থ মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মর্যাদাবোধে ভাটা পড়ে গেছে।
- ইসলামী আকায়েদ ও আমাল শুধু প্রাণহীন ধ্যান-ধারণা ও অন্তঃসারশূণ্য প্রথা ও কুসংস্কারে পরিবর্তিত হয়ে এর কার্যকর প্রভাব খুইয়ে বসেছে।
- মুসলমানদের ভবিষ্যত পুণর্জাগরনের আশা-ভরসা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে।
- ভবিষ্যতে ইসলামের যথাযথ প্রয়োগের কল্পনা ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।
- বিপর্যস্থ এ যুগে ইসলামের অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবি ফলোদয়ের বিশ্বাস ভেঙে পড়েছে।
- মুসলিম সমাজে ঈমানের বাস্তবতা ও প্রকৃতি এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদাবোধের স্থানে বস্তুবাদ গেড়ে বসেছে।
- সামাজিক জীবন হতে ধর্ম বিদায় নিয়ে শুধু পরকালীন আকুল ও ব্যাকুলতা চিকিৎসা হিসেবে রয়ে গেছে।

- ইসলাম বা মুসলিম ঐক্যের শৃংখল ভৌগলিক, বংশগত, ভাষাগত, শ্রেণীগত, গোষ্ঠীগত ও দলগত লেজুড়বৃত্তির কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।
- ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলো পুরোপুরি সৃজনশীলতা ও বিপ্লবের দর্পনদারী ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে জমাটবদ্ধ পাথরে চাপা পড়েছে।
- পরিস্থিতির শিকার বিক্ষিপ্ত মুসলমানেরা বিশ্ব বিজয়ের লক্ষে দৃঢ় বৈপ্লবিক সাহসিকতা ও চেতনাবোধের স্থানে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রতিরক্ষাকে নিজেদের জীবনের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করতে থাকে।

তখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইসলামের এ দৈন্যদশাতে ক্ষান্ত হয়নি তাদের এ আগ্রাসনের ফল ও অন্তর্নিহিত প্রভাবকে চিরজীবনের জন্য মুসলিম জাতির ওপর জিঁইয়ে রাখার পথ ও ধরণ তারা বের করতে থাকে। যদি ইসলামের আঁচলে এমন কোন বিপ্লবাত্মক শক্তির অস্তিত্ব থাকে, যাদের বর্তমানে মুসলিম জাতি উপর্যুক্ত সকল ভূল-ভ্রান্তি, অপরিপক্ষতা, অপূর্নাঙ্গতা ও সংকীর্ণতাবোধ সত্ত্বেও কখনো হয়ত নিজেদের হৃত সম্মান ও গৌরব অর্জনের জন্য মনোপ্রাণে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তাই তারা এ সম্ভাব্য ইসলামী শক্তির অনুসন্ধান করে তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। যাতে মুসলিম বিশ্ব এই অবনতি, অধঃপতন ও বেইজ্জতি থেকে কখনো মুক্তি পেতে না পারে। কেননা, এর মধ্যে ছিল সকল খোদাদ্রোহী ও বস্তুবাদী শক্তির প্রতিষেধক।

ইসলামের এই মহান বিপ্লবী শক্তি যদ্বারা তাগুতী বিশ্ব ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল, তা হচ্ছে ইশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । এর সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকজীবন ইসলামের উষালগ্ন হতে আজ পর্যন্ত জড়িত। এ কারণে ইসলামের ইতিহাসে বারবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম জাতির ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়নি বরং তার উত্থানের ধারাবাহিকতা চিরকাল অব্যাহত আছে ও থাকবে। কেননা, সুফিয়ায়ে ইসলামের অবিরত তাবলিগি চেষ্টা-সাধনা যুগে যুগে মুসলমানদের অন্তরে ইশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ (মোম) বাতি প্রজ্জলিত রেখেছে, যার মধ্যে ছিল আমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্বের গ্যারান্টি।

একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ প্রফেসর হিট্টি বলেন,

'ইসলামের ইতিহাসে রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগেও ধর্মীয় ইসলাম অনেক মহান সফলতা অর্জন করেছে।'[১]

[১] P. K. Hitti, A History of tha Islam, (Londan, 1944), 612 cd. p. 425

হল্যান্ডের এক ছাত্র লোকেগার্দ নির্দ্বিধায় এ কথার ওপর আশ্চর্য প্রকাশ করেছে যে, 'ইসলামের রাজনৈতিক পতন অনেকবার হয়েছে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ইসলামে উন্নতির ধারাবাহিকতা সর্বদা চালু রয়েছে।'

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত একজন বিজ্ঞ প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এইচ. আই. গিব বলেন, দইসলামের ইতিহাসে অনেকবার এমন পরিস্থিতি এসেছে যে, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তীব্র মোকাবিলা করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা পরাজিত হয়নি। এর বড় কারণ হচ্ছে, সুফিদের কল্পনা ও চিন্তার আন্দাজ তড়িতভাবে এর সাহায্যে এসে যেত এবং তাকে এত দৃঢ়তা ও শক্তি প্রদান করত যে, কোন শক্তি তার মোকাবিলা করতে পারত না।

এটি বাস্তব যে, সুফিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা এবং চিন্তা-ভাবনা রাসূলের ইশকে কি পরিমাণ ভরপুর ছিল, তা কোন বিজ্ঞজনের নিকট অজানা নয়। ইশকে মুস্তাফায় ভরপুর এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে আল্লামা ইকবাল বলেন,

ہر کہ عشق مصطفی سامان اوست

بحر و بر در گوشہ دامان اوست

'অন্তর ভরা নবীর প্রেম
দুনিয়ার বুকে পাথেয় যার,
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে
দূর্গম থানে ঠিকানা তার।'

এ ভাবে আরেক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এ ভাবে নিবেদন পেশ করেন যে, যাতে ইশক-মুহাব্বত ও বিহবলতার হাজারো মহাসমুদ্র কবিতার একটি ছন্দে সীমাবদ্ধ হিসেবে দেখা যায়।

ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی

کشتی و دریا و طوفانم توئی

'স্বরণ আমার, চিন্তা আমার, জ্ঞান-প্রজ্ঞা
সবই তুমি।
জাহাজ আমার, সিন্ধু আমার, তুফান-ঝঞ্ঝা
সবই তুমি।'

এ বিষয়টি আল্লামা ইকবাল উর্দু ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেন যে,

نگاہ عشق و مستی مین وہی اول وہی آخر

وہی قرآں وہی فرقاں وہی یسیں وہی طہ

'ইশক প্রেমের সিন্ধুতে ডুবে তোমারে দেখি যে প্রথম ও শেষ,
কুরআন তুমি, ফুরকান তুমি, ইয়াসিন ও তোয়াহা নাম যে বেশ।'

এক স্থানে আল্লামা ইকবাল ইশকে রাসূলের নেশা ও বিহবলতার উন্মত্ততায় ডুব দিয়ে লিখেন,

معنی حرفم کنی تحقیق اگر

بنگری با دیدہ صدیق اگر

قوت قلب و جگر گردد نبی

از خدا محبوب تر گردد نبی

خاک یثرب از دو عالم خوشتر است

اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

نسخہ کونین را دیباچہ اوست

جملہ عالم بندگان خواجہ اوست

'আমার মনের গোপন কথা বলি যদি,
সিদ্দীকেরই মর্মমূলে আছে গো কি,
হৃদয়-মনের শক্তি-সাহস কেবল নবী,
খোদার চেয়েও অধিক প্রিয় পেয়ারা নবী।
দুনিয়া থেকে ইয়াসরবেরই মাটি শ্রেয়।
ভাগ্য তোমার! আছেন তোমায় আমার নবী!
জগত-বৃত্তের মধ্যবিন্দু আমার নবী।'

আল্লামা ইকবাল রাসূলের দরবারে কতই না অন্তরের ব্যথা নিয়ে নিবেদন করেন,

مسلماں آں فقیر کج کلا ہے

رمید از سینہ او سوز آہے

دلش نالد چرانالد نداند

نگاہے یا رسول اللہ نگاہے

'মুসলমান সে নিঃস্ব-হৃত-কুব্জ-কালা,
বক্ষে তাদের ঢেকুর কেবল আহাজারির।
হৃদয় তাদের কান্না করে, কেন রে,
রাসূল খোদা! দৃষ্টি ফিরাও, নবী হে!!'

শুধু এটি নয় যে, আল্লামা উম্মাতে মুহাম্মদীকে জাতে মুহাম্মদী সম্পর্কে ইশকে মুহাব্বাতের সংবাদ দিয়েছেন, বরং রাসূলের সে ইশক মুহাব্বাতকে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের অর্ন্তনিহিত মর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এটি ছিল ঐ বিপ্লবাত্বক শক্তি যার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী ও খোদাদ্রোহী শক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তিনি বলেন,

لا نبی بعدی ز احسان خدا است

پردہ ناموس دین مصطفی است

قوم را سر مایہ قوت ازو

حفظ سر وحدت ملت ازو

'আমার পর আর নাইক নবী,
খোদার বিরাট কৃপায় বটে।
নবীর দীনে জগত মাঝে
রহস্যেরই পর্দা বটে।

আল্লামা মুসলিম জাতিকে চেরাগে মুস্তাফার পতঙ্গ বলে অভিহিত করে বলেন,

امتے از ما سوا بیگانہ

بر چراغ مصطفی پروانہ

'নবী বিনে আর কিছুতে দৃষ্টি নাহি উম্মতের
নবী (প্রেমের) শিখায় ঝাঁপিয়ে মরা, এ কাজ নবী-পতঙ্গদের।'

আল্লামা ইকবাল এই অনন্ত বাস্তবতাকে এ বাক্য দ্বারা আরো স্পষ্ট করেছেন।

از رسالت ہم نوا شتیم ما
ہم نفس ہم مدعا شتیم ما
تانہ ایں وحدت زدست ما رود
نیستی ما با ابد ہمدم شود

تا شعار مصطفی ﷺ از دست رفت
قوم را رمز از دست رفت

'রিসালতের মমত্ববোধের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মাঝে একতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের। এই একতার রজ্জু যেদিন আমাদের হাত থেকে ছুটে যাবে, আমাদের অস্তিত্বও সেদিন থেকে বিলুপ্ত হতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ যেদিন আমরা পরিহার করব, সেদিন থেকে আমরা জাতির স্থায়িত্বের গোপন রহস্য হারিয়ে ফেলব।'

ইসলামের এ অধঃপতনের সময়ে যখন আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতির প্রাণহীন দমনীতে ইশকে মুস্তাফার পয়গাম দ্বারা নতুন প্রাণ সঞ্চার করে তাকে ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে রক্ষার ফিকিরে ছিলেন, তখন ইসলামের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নবরূপে সজ্জিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের অন্তর হতে সেই ইশকে রাসূলের আলো নিভিয়ে দিতে বিভিন্ন ফন্দি-ফিকির করতে থাকে। তাদের জানা ছিল যে, যদি মুসলমানদের অন্তর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশক-মুহাব্বাত শূণ্য করে দেয়া যায়, তাহলে দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই, যা মুসলমানদের হৃত গৌরব ও আত্মসম্মানকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, আর না সংশোধন ও সংস্কারের সহস্র আন্দোলন তাদেরকে মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছিয়ে দিবে। এটি নিচক একটি কল্পনা নয়, বরং একটি উজ্জল বাস্তবতা। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের এই ষড়যন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে আল্লামা ইকবাল বলেন,

یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محمد ﷺ اس کے بدن سے نکال دو
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو

'এই নিঃস্ব, হৃত, অসহায় যারা মৃত্যুতে ভয় নাহি যাদের,
মুহাম্মদের মমত্ববোধ মুছিয়ে দাও, যা মনে তাদের।
পশ্চিমা চাল দিয়ে তাদের আরব-মুখী মন-মননে,
ইসলামকে বের করে দাও হেজায এবং ইয়ামেন থেকে।'

সুতরাং, এ উদ্দেশ্যে পশ্চিমা বিশ্ব এই বুদ্ধিবৃত্তির জগতকে ইসলামী গবেষণার নামে কিছু গোঁড়া, উগ্র ও চরমপন্থী প্রাচ্যবিদ ইহুদী-খৃষ্টানদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। যারা ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলামের প্রবর্তক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব ও জীবনের ওপর এভাবে গবেষণা ও যাচাই-বাচাই করে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছে যে, যদি তা কোন সহজ-সরল মুসলমান সৎনিয়তে অধ্যায়ন করে, তাহলে তার মন ও মেধা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হয়। এ কিতাবগুলো যথারীতি অধ্যায়নের মাধ্যমে যে মন ও মেধা গঠিত হয়, তার সাথে ইশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্পনার দূরতম সম্পর্কও বাকি থাকেনা। এই প্রাচ্যবিদরা আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের মন ও মেধাকে বিষাক্ত করে তোলার রণাঙ্গন তৈরী করেছে। যদ্দারা তারা স্বীয় প্রার্থিত ফল যথার্থ পরিমাণে অর্জন করে যাচ্ছে।

অন্য দিকে কতিপয় চিন্তাবিদদের হাতেও অজানা ও অজ্ঞতাবশতঃ এই কর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। তা এভাবে যে, যখন আধুনিক যুগে জীবনের চাহিদা বদলে গেছে এবং নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে, তখন কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলামের শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের বিভিন্ন দিককে এভাবে উপস্থাপন করা শুরু করে দিয়েছেন যে, তা যেন বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়। যদিও, তাদের এ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চেষ্টা কেবল সঠিক নয়; বরং সময়ের বাস্তবতা ও চাহিদার আলোকে প্রয়োজনও কিন্তু ঐ সকল চিন্তাবিদদের সামনে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট সমস্যাবলীর কেবল একটি দিকই রয়েছে, অন্য দিকগুলোর ওপর পর্দা পড়ে আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ব্যক্তিত্বের দুটি দিক আছে। যেগুলো স্বীয় স্থানে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও সম্পুরক। এতদুভয়ের মধ্য হতে কোন একটি দিককে দৃষ্টির বাইরে রাখা ইসলামরে জন্য খুবই ক্ষতিকারক বলে প্রতীয়মান হয়।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের জাগতিক দিক।
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের আধ্যাত্মিক দিক।

জাগতিক দিক

তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবীয় গুণ, বৈশিষ্ট, উৎকর্ষতা ও সফলতার ওপর কেন্দ্রীভূত। এটি অধ্যায়নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের এমন এক পরিপূর্ণ অবয়ব সামনে ভেসে আসে, যা দ্বারা পরিপূর্ণ ও পুতঃপবিত্র মানব ও উত্তম আদর্শের সঠিক চিত্র অন্তরে অংকিত হয়ে যায়। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্র, সুন্দর জীবন-উপায়, বীরত্ব ও নির্ভীকতা, ধৈর্য ও সংযম, সততা ও আমানতদারিতা, কৌশল ও দূরদর্শিতা, ন্যায়পরায়নতা ও বুদ্ধিমত্তা, দানশীলতা ও বদান্যতা, করুণা ও দয়া এরূপ মহান সদভ্যাস ও বৈশিষ্টের জ্ঞান অর্জিত হয়। এবং প্রত্যেক পাঠক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সত্তাকে একজন মহান সংস্কারক ও পথ প্রদর্শক, মহান কৌশলী ও ব্যবস্থাপক, ন্যায়পরায়ন বিচারক ও শাসক, অদ্বিতীয় দার্শনিক, আদর্শ সেনাপতি ও সিপাহসালার, সৎ ব্যবসায়ী, আদর্শ নাগরিক, অনুসরণীয় স্বামী, গোত্রের মহাব্যবস্থাপক, সাম্রাজ্যের সফল অধিপতি এ রকম একজন সর্বশ্রেষ্ট্র মহামানবের রূপে দেখতে থাকেন। সীরাতুন নবীর এই দিকটির গুরুত্ব ও উপকার স্বস্থানে বিদিত। কিন্তু যখন কতিপয় মুসলিম চিন্তাবিদ ও লিখক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাযায়েল ও শামায়েলের (মর্যাদা ও জীবন চরিত) বর্ণনাকে শুধু জাগতিক দিক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক দিক যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান নবুয়তের উৎকর্ষতা, মর্যাদা ও জীবন চরিতের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। এ কথা বলে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছে যে, আধুনিক শিক্ষিতপ্রজন্মের সাথে এ মাস'আলার কোন সম্পর্ক নেই। এটি তো শুধু সুফি ও খোদা প্রেমিকদের জন্য।

অধিকন্তু এই বাহ্যিক ফাযায়েলের বর্ণনাও ভক্তি-ভালবাসার রসবোধ ও ইজ্জত-সম্মানের রং হতে এ ভিত্তিতে খালি রাখা হয়েছে যে, এ শিষ্টাচার সত্যের বিপরীত। সুতরাং, এ সীমালংঘন থেকে নিজেদের রচনাকে পবিত্র রাখা উচিৎ।

পরিণতিতে, ঐ আন্তরিক ভক্তি ও অকৃত্রিম প্রেম-ভালবাসা যা ক্রমান্বয়ে ইশকে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এই প্রজন্মের অন্তর হতে লোপ পেয়ে গেছে। কেননা, ইশকের বাস্তব অবস্থা যার সম্পর্ক জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা নয়, নিরেট অর্ন্তরজগতের দ্বারা হয়, তা বিশেষভাবে দ্বিতীয় দিকটির সাথে সম্পর্কিত। যাকে বর্তমান আধুনিক যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শুধু জাগতিক দিকে ফযিলত বর্ণনা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে বুদ্ধি প্রিয় জ্ঞানপূজারি সমাজের প্রশ্নের উত্তরও দেয়া যায় এবং এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও শিক্ষাকে নতুন আঙ্গিকে নতুন পরিস্থিতিতে আমলযোগ্য এবং ফলদায়ক হিসেবে প্রতীয়মানও করা যায়, কিন্তু মুসলমানদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশক-মুহাব্বাতের বাতি বা আলো প্রজ্জলন করা যাবেনা। তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অকৃত্রিম মুহাব্বাত ও ভক্তির ঐ প্লাবনও প্রবাহিত করা যাবেন, যার শক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করবে এবং দ্বীনে মুহাম্মদীর (বিজয়ের) লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ এভাবে উৎসর্গ করে দেবে যে,

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴿٢٩﴾

এ আয়াতে[১]র বাস্তব চিত্র দুনিয়ার সামনে ভেসে উঠবে।

যখন অমুসলিম চিন্তাবিদরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের শুধু বাহ্যিক দিকগুলোকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছে এবং মুসলিম চিন্তাবিদরাও ঐ বাহ্যিক দিকগুলোকে ইতিবাচকভাবে পেশ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আভ্যন্তরীণ-আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও সফলতার বর্ণনাকে আধুনিক যুগে নিষ্প্রয়োজন মনে করে ছেড়ে দিয়েছে, তখন নতুন প্রজন্মের মধ্যে দু'ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

- সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) মনোভাব ও
- ধর্মীয় মনোভাব

পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির সেবাদাস ধর্মনিরপেক্ষবাদিরা, যারা চিন্তাগত অস্থিরতা ও ধ্যান-ধারণাগত সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হয়েও নিজেদেরকে সুস্থ ও সঠিক চিন্তাধারার অধিকারী মনে করে থাকে, তারা প্রাচ্যবাদিদের বিষাক্ত প্রপাগন্ডায় ইশকে রাসূলের প্রাচুর্য হতে বঞ্চিত হয়ে গেছে। আর ধর্মীয় মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরা, যারা প্রাচ্যবাদিদের প্রপাগণ্ডার প্রভাব হতে কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে, আধুনিক সাহিত্যের বদৌলতে তারা ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের সাথে সম্পর্কিত তো

[১] আল-কুরআন, সুরা আল-ফাতহ ৪৮:২৯

হয়েছে, কিন্তু ইশকে রাসূলের বিশ্বাসকে সেকেলে, নিষ্প্রয়োজন ও অজ্ঞতা হেতু মানব পূজার সমতূল্য বলে মনে করতে থাকে। এভাবে উভয় শ্রেণী এ অবিনশ্বর দৌলত হতে অন্তসারশূন্য হয়ে ঈমানি স্বাদ ও আধ্যাত্মিক আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়ে গেছে। আধুনিক চিন্তাধারার বাহক (আধুনিকপন্থী মুসলিমদের চেতনা) এত দৃঢ় ও পরিপূর্ণ ছিলনা যে, তাদ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় ভাবধারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়ে সংরক্ষিত থাকে। এভাবে আমাদের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবন ধ্বংসের শিকার হয়েছে।

এ যুগে ইসলাম ও মুসলিমজাতির পুণর্জাগরণে যতগুলো জ্ঞান ভিত্তিক ও বুদ্ধি ভিত্তিক আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তাদের সকলের শিক্ষা দ্বারা মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের মনে যে ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, তা হচ্ছে ইসলামকে জীবন পরিচালনার বিধান হিসেবে মেনে নেয়া এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও তা'লিমের ওপর আমল করাই হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমান ও রাসূলের মুহাব্বত। এ অনুসরণ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত সত্ত্বার গুণাবলীর সাথে আধ্যাত্মিক ও আবেগময়ী বিশেষ আকর্ষণ, যাকে অকৃত্রিম ইশক-মুহাব্বত বলা যায়, যার নিদর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধে আল্লাহ ওয়ালারাই যথাযথভাবে অবগত, তা ঈমানের উদ্দেশ্যও শিক্ষা নয়, বরং এটি অজ্ঞতা হেতু মানব পূজারই নামান্তর যা বিশুদ্ধ তাওহীদের পরিপন্থী।

তাই এ বিষয়টি প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন এবং শিক্ষণীয় সীরাত বর্ণনা করার পূর্বে তার পরিপূর্ণতা, উৎকর্ষতা, শ্রেষ্টত্ব ও শারীরিক অবকাঠামো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা উপস্থাপন করা উচিত। যাতে পাঠকবৃন্দ ইশক মুহাব্বতের পরিপূর্ণ আবেগ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিতের পাঠ আরম্ভ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে আলোচনা সাধারাণতঃ তিনটি প্রকার নিয়ে হতে পারে।

১. ফযিলতের বর্ণনা,
২. শামায়েলের (শারীরিক অবকাঠামো) বর্ণনা ও
৩. খাসায়েলের (অভ্যাস-প্রকৃতি) বর্ণনা

যখনই কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত সত্ত্বার বৈশিষ্টাবলীর আলোচনা করবে, তখন তা অনিবার্যভাবে উপর্যুক্ত দিকত্রয় বা যে কোন একটির সাথে সম্পর্কিত হবে।

১. ফযিলতের বর্ণনা

ফযিলতের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ সকল পয়গম্বরসূলভ বৈশিষ্ট, মুযিজা ও কামালাত, যেগুলো ক্রমান্বয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা হতে প্রকাশ পেয়েছিল। এগুলোর আলোচনার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরে রাসূলের মাহাত্ম্য ও ইজ্জত-সম্মান দৃঢ়ভাবে প্রোথিত বা অংকিত করা। যদি এ ধ্যান-ধারণা অন্তরে গেড়ে বসে, তাহলে এর দ্বারা স্বভাবতঃ ইসলামের হক্কানিয়তের খুবই শক্তিশালী প্রমাণ হাতে আসে। আম্বিয়া কেরামদেরকে মু'যিজা দান করার পেছনে এটিই ছিল মৌলিক দর্শন।

২. শামায়েলের (শারীরিক অবকাঠামো) বর্ণনা

শামায়েলের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বক্তিত্বের বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে। এটি বর্ণনার দাবী ও বাস্তবতা হচ্ছে, এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সত্ত্বার সাথে ইশক-মুহাব্বতের অকৃত্রিম আবেগ মুমিনদের অন্তরে নূরের দ্যোতি ছড়াক। এটি স্বভাবিক কথা যে, কোন লাবণ্যময়-সুন্দর ব্যক্তির মর্মাকর্ষী সৌন্দর্যের আলোচনা করা হলে অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্তর সে দিকে ধাবিত হয়। অত্র বিষয়ের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য নবী জীবনের এই দিকটি। কেননা, নবীর ভালবাসায় অকৃত্রিমতা ও আসক্তিই হচ্ছে ঈমানের বাস্তব পরিপূর্ণতা এবং অনুসরণ ও অনুকরণের সঠিক বুনিয়াদ।

৩. খাসায়েলের (অভ্যাস-প্রকৃতি) বর্ণনা

এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন ও কাজ-কর্মের সাথে সম্পর্কিত। এ দিকটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ব্যক্তিত্বের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের দর্পন। এর মাধ্যমে তার উত্তম আদর্শ পাঠের সুযোগ হাতে এসে যায়। যাতে এর আলোতে মানুষ নিজের আমলের সংশোধন ও চরিত্র নির্মল করতে পারে এবং নিজের জীবনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মল শিক্ষার আদলে ঢেলে সাজাতে পারে। এ দিকটি তার অনুকরণ-অনুসরণের প্রতি উৎসাহ দেয়। শামায়েলের বয়ান দ্বারাই আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা আরম্ভ করছি। যার মধ্যে কুরআনের সাহায্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্ত্বাগত মাহাত্ম্য ও পূর্ণাঙ্গতা এবং ব্যক্তিগত মান-সম্মান ও সৌন্দর্যের ওপর আলোকপাত করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েলের বর্ণনার পূর্বে এ কথাটি অন্তরে প্রোথিত করা জরুরী যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আলোচনা দু'টি দিকের ওপর সীমাবদ্ধ।

১. শিক্ষণীয় দিক ও
২. শোভনীয় ও নান্দনিক দিক।

১. শিক্ষণীয় দিক

এর সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবনের সাথে। যার মধ্যে মুসলিম জাতির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে তারা মহানবীর জীবন চরিত ও উত্তম আদর্শ হতে উজ্জ্বল আলো গ্রহণ করে নিজেদের বাস্তব জীবনকে সেই শিক্ষা-দীক্ষা কর্তৃক প্রদর্শিত রেখায় সুস্থির রাখতে পারে। যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনুসারীদের পথ প্রদর্শন ও হেদায়তের জন্য রেখে গেছেন। এ বর্ণনাটি সীরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধ্যায়ে আসে। যার বিস্তারিত ও বিস্তৃত আলোচনা সামনে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

২. শোভনীয় ও নান্দনিক দিক

এ দিকটির বিষয় হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের বাহ্যিক সৌন্দর্য, পূর্ণাঙ্গতা, উৎকর্ষতা, কমনীয়তা ও সুশ্রিতা। যার আলোচনা দ্বারা তার সাথে আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালবাসার আবেগ জাগ্রত হয়। যা ঈমানের মূল ভিত্তি ও বুনিয়াদ। এর অনুসরণে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক সৌন্দর্যের আলোচনা দ্বারা বর্ণনা শুরু করছি। যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম ও নান্দনিক শারীরিক অবকাঠামো এবং তার ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও প্রসংশনীয় গুণাবলীর আলোচনার মাধ্যমে অন্তরে আধ্যাত্মিক উৎফুল্লতা ও প্রফুল্লতার আনন্দঘন অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অকৃত্রিম ইশক-মুহাব্বত মুসলমানদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে যায়। যা সন্তোষ লাভের মাধ্যম।

এ দিকদ্বয় স্বয়ং আল কুরআনেও পরিলক্ষিত হয়। কুরআনের আয়াতসমূহ একদিকে তো মানব সম্প্রদায়ের জীবন গঠনের জন্য হিদায়তের ভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যেগুলো দ্বারা কুরআনের শিক্ষণীয় দিকটি গঠিত হয়েছে। আর এ আয়াতসমূহ ও কতিপয় সূরা স্বীয় শব্দের সুর-মূর্চনা, অর্থগত মাধূর্যতা, বর্ণনারীতির প্রাঞ্জলতা এবং কাব্যরীতির অনুপম শৈলীতে কুরআনের নান্দনিক দিকটি নির্মাণ করে। যার মাধ্যমে শ্রোতাদের অন্তর কুরআন তেলাওয়াতের সুরের প্রভাবে নম্রতা, আনন্দ ও আহলাদের স্বাদ গ্রহণ করে।

এ কথাটি খুবই স্পষ্ট যে, এ দিকটির স্বীয় অভ্যন্তরে আদেশ-নিষেধ যেরূপ আইনী বা নৈতিক শিক্ষার তথ্য-উপাত্ত তো নেয়। কিন্তু এর গুরুত্ব, উপকারিতা ও

তাৎপর্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবেনা। তাই বিজ্ঞজনেরা কুরআনী মাহাত্ম্যের এ দিকটির ওপর বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছেন। আমরাও হুবহু এই পন্থাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনায় অবলম্বন করেছি। যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাসত্বের সুতায় গ্রথিত মনীষিরা তার পবিত্র ব্যক্তিত্বের শিক্ষণীয় ও নান্দনিক উভয়দিক সম্বন্ধে অবগত হতে পারে।

কুরআনে হাকিমে নবীর চরিত্র

এ কথাটি খুবই স্পষ্ট যে, মানুষ যখন স্বাভাবিকভাবে কোন ব্যক্তির সৌন্দর্য ও গুণ সম্বন্ধে অবগত হয়ে থাকে পছন্দ করতে থাকে, তখন তার অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি হয়ে ওই ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্ত্বার (যা সকল গুণাবলী, উৎকর্ষতা ও পূর্ণাঙ্গতার কেন্দ্রবিন্দু) ভালবাসা যখন কোন ব্যক্তির স্বভাবগত রুচিবোধে পরিপূর্ণভাবে শামিল হয়ে যায়, তখন সে উঠা-বসা, কথা-বার্তায় কোন না কোন বাহানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনাকে স্বীয় অভ্যাস হিসেবে বানিয়ে নেয়। লক্ষণীয় যে, এ আলোচনায় বুদ্ধিগত ও আইনী শিক্ষার এমন কোন দিক অন্তর্নিহিত নেই, যার অনুসরণ ও অনুকরণ বাস্তব জীবনে করা যেতে পারে। বরং এ দিকটি শুধু ভালবাসার তাড়নার প্রশান্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে। যা দ্বারা অন্তরের ভূমিতে সিঞ্চন পরিপূর্ণভাবে হয়ে যায়।

এখন আমাদের দৃষ্টিপাত হচ্ছে এ বিষয়টি অনুসন্ধান করা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েলের অধ্যায়ে হাদিসের যে মহা ভাণ্ডার রয়েছে, এর সমর্থনে কুরআন কি হুকুম জারি করে। হাদিসের গ্রন্থাবলীতে মুহাদ্দিস ও ওলামায়ে কেরামরা খুবই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল ও ফাযায়েলের ওপর আলোকপাত করেছেন। এখন এ বিষয়টি দেখা বিজ্ঞজনের কাজ যে, কুরআন মজিদ বিভিন্ন মাসায়েলের ওপর অনুসন্ধান ও তালাশ এবং এগুলোর বৈধতা ও অবৈধতা সম্বন্ধে কি অকাট্য মাপকাঠি নির্ধারিণ করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার ব্যাপারে কুরআনের ভূমিকা ও অবস্থান মৌলিক ও শীর্ষে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী, শামায়েল ও ফাযায়েলের অধ্যায়ে কুরআনের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য অন্যকোন মাধ্যম নেই। সুতরাং, কুরআন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক সৌন্দর্যের বর্ণনা এমন প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষী ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছে যে, মহানবীর সৌন্দর্যের ভক্তরা তা শুনে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। আর তাদের অন্তরে ইশকে-মুহাব্বতের এমন বাতি প্রজ্জবলিত হয়ে যায়, যা কালের আকস্মিক দুর্ঘটনার কোন ধূলোঝড়েও মলিন করতে পারবেনা।

কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের বর্ণনা

কুরআন মজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপাদমস্তক

নূর হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে,

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

নিঃসন্দেহে, আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট একটি নূর এসেছে এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব।[১]

এ আয়াতে দুটি নূর উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো আল্লাহ তা'আলা মানবতার সঠিক পথ প্রদর্শন ও হিদায়েতের জন্য বিশ্ব ভূবনে প্রেরণ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, নূরীদেহি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব। যার আদ্যোপান্ত হেদায়েত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

১. সায়্যিদুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

﴿قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ﴾ رَسُوْلٌ يَعْنِيْ مُحَمَّداً.

আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর এসেছে অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যার সম্মানিত নাম হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[২]

২. ইবনে জারির একথাটি সবিস্তারে উল্লেখ পূর্বক বলেন,

﴿مِنَ اللهِ نُورٌ﴾ يَعْنِيْ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدًا ﷺ الَّذِيْ أَنَارَ اللهُ بِهَ الحقَّ، وَأَظْهَرَ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَمَحَقَ بِهِ الشِّرْكَ، فَهُوَ نُوْرٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ يُبَيِّنُ الْحَقَّ.

নূর দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্ত্বা। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সত্যকে আলোকিত করেছেন, ইসলামকে প্রকাশ করেছেন এবং শিরককে নিস্তনাবুদ করেছেন। তিনি প্রত্যেক ঐ বস্তুর জন্য নূর যা আলোর প্রত্যাশী।[৩]

৩. ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নূর ও কিতাবের অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন,

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهِ نُور﴾ هُوَ النَّبِيّ ﷺ، ﴿وَكِتَاب﴾ قُرْآن.

[১] আল-কুরআন, সুরা আল-মায়িদা ৫:১৫
[২] তাফসীরে ইবনে আব্বাস, পৃ. ১৭২
[৩] তাফসীরে ইবনে জারীর, ৬:৯২

আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর এসেছে অর্থাৎ নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং একটি কিতাব অর্থাৎ কুরআন।[১]

৪. আল্লামা মাহমুদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ﴾ نُوْرُ عَظِيْمٌ وَهُوَ نُوْرُ الْأَنْوَارِ وَالنَّبِيُّ الْمُخْتَارُ ﷺ.

নিঃসন্দেহে, আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট একটি নূর এসেছে, যা মহান। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা। যা সকল নূরের কেন্দ্রবিন্দু।[২]

৪. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

اَلْمُرَادُ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ، وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنُ.

নূর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন।[৩]

কতিপয় মুফাসসিরীন জাবায়ীর সূত্রে, উল্লিখিত আয়াতে 'و'-কে তাফসীরি (বিশ্লেষণাত্মক) সাব্যস্ত করে বলেন, নূর ও স্পষ্ট কিতাব উভয় দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। ইমাম রাজী তাদের এ মতের অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেন,

اَلثَّالِثُ : اَلنُّوْرُ وَالْكِتَابُ هُوَ الْقُرْآنُ، وَهٰذَا ضَعِيْفٌ لِأَنَّ الْعَطْفَ يُوْجِبُ الْمُغَايِرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوْفِ وَالْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ.

নূর ও কিতাব উভয় দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নেয়াটা দূর্বল মত। কেননা, و আতেফার (সংযোজক অব্যয়) তাকাদা হচ্ছে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ হওয়া।[৪]

মোল্লা আলী কারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে শিফা গ্রন্থে একথাটি বর্ণনার পর লিখেছেন,

১. তাফসীরে জালালাইন, পৃ. ৯৭
২. রুহুল মা'নী, ৬:৯৭
৩. তাফসীরে কাবীর, ১১:১৮৯
৪. তাফসীরে কাবীর: ১১:১৯০

قَدْ يُقَالُ فِيْ مُقَابِلَتِهِمْ أَيُّ مَانِعٍ مِّنْ أَنْ يَّجْعَلَ النَّعْتَانِ لِلرَّسُوْلِ فَإِنَّهُ نُوْرٌ عَظِيْمٌ لِكَمَالِ ظُهُوْرِهِ بَيْنَ الْأَنْوَارِ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ مِّنْ حَيْثِ أَنَّهُ جَامِعٌ لِجَمِيْعِ الْأَسْرَارِ وَمُظْهِرٌ لِّلْأَحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَخْبَارِ.

যখন নূর ও কিতাব উভয়ের অর্থ কুরআন হতে পারে, তখন এতদুভয় দ্বারা অতি উত্তম পন্থায় রাসূলের সত্ত্বাও উদ্দেশ্য হিসেবে নেয়া যেতে পারে। কেননা, উভয় দিক তার পবিত্র সত্ত্বায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এ হিসেবে তিনি নূর যে, তিনি পূর্ণ আলোতে উৎভাসিত হতেন এবং সুস্পষ্ট কিতাব এই হিসেবে যে, তিনি আল্লাহর যাবতীয় রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু, শরয়ী বিধানাবলীর স্পষ্ট বর্ণনাকারী এবং (উভয় জগতের) অবস্থা ও খবর সম্পর্কে সংবাদদাতা।[১]

আল্লামা আলূসী এ রায়কে সমর্থন করতে গিয়ে বলেন,

وَلَا يَبْعُدُ عِنْدِيْ أَنْ يُّرَادَ بِالنُّوْرِ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْعَطْفُ عَلَيْهِ كَالْعَطْفِ عَلَى مَا قَالَهُ الْجَبَائِيُّ وَلَا شَكَّ فِيْ صِحَّتِهِ اطْلَاقِ كُلٍّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

যদি 'জাবায়ীর' রায় অনুযায়ী و-কে তাফসীরি (বিশ্লেষণাত্মক) ধরা হয়, তা সত্ত্বেও নূর ও কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা নেয়া যেতে পারে। কেননা, নিঃসন্দেহে উভয় দিকদ্বয় তার সত্ত্বায় বিরাজমান।[২]

নূরে মুহাম্মদী ও কুরআনী উপমা

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবকে কুরআন আরেক স্থানে উদাহরণ স্বরূপ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ﴿٣٥﴾

১. শরহুস শিফা: ১:৪২
২. রুহুল মা'নী: ৬:৯৭

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদ্বীপ, প্রদ্বীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত।[১]

অত্র আয়াতে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা নিজকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি আখ্যা দিয়েছেন। এখানে কুরআন মজিদ উপমার অপরূপ ভঙ্গিমায় 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি' বলে বাস্তবে আল্লাহর জ্যোতি 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো বিকিরণকারী' হওয়াটাই বর্ণনা করেছে। কেননা, ঐ সত্ত্বা স্বীয় জ্যোতি, সৌন্দর্য ও শোভা দ্বারা বিশ্বভূবনের সকল দিক ও সকল প্রান্তকে আলোকিত করে তুলেছেন।

উল্লিখিত আয়াতে রূপকভাবে নূরে ইযদির (খোদায়িত্বের জ্যোতি) উদাহরণ এমন কুলঙ্গি দ্বারা দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদ্বীপ এবং ঐ প্রদ্বীপটি কাঁচপাত্রে আলো বিকিরণ করছে।

মূলত কুরআন মজিদ এখানে রূপকভাবে নূরে মুহাম্মদীর দিকে ইঙ্গিত করছে। যার দ্বারা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের শাহী হেরেম আলোকিত। যে মূলত নূরে এলাহীর প্রকাশস্থল। যেরূপ তাফসীরে মাযহারীতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ : هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ.

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের ও দাহহাক (রাদিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, অত্র আয়াতে নূর দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্ত্বা।[২]

ইমাম খাযেন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম বগভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হযরত কা'আব হতে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন যে,

أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴾ [النور ٣٥:٢٤]

আমাকে আল্লাহর বাণী 'তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গির ন্যায়' সম্বন্ধে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

হযরত কা'আব উত্তরে বললেন,

هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ، فَالْمِشْكَاةُ صَدْرُهُ، وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهُ، وَالْمِصْبَاحُ فِيهِ النُّبُوَّةُ، تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ هِيَ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ.

[১]. আল-কুরআন, আন-নুর ২৪:৩৫
[২]. তাফসীরে মাযহারী ৬:৫২২

(উপর্যুক্ত আয়াতে) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রিয় নবী সম্বন্ধে একটি উপমা বর্ণনা করেছেন। কুলঙ্গি (মিশকাত) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পবিত্র বক্ষ। কাঁচপাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নির্মল আত্মা। প্রদ্বীপ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। যা নবুয়তের বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত।[১]

হযরত কা'আব বিন আহবার ও ইবনে যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতে দ্বিতীয় 'নূর' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

قَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : اَلْمَعْنَى : اَللهُ هَادِي أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ : مِثْلُ نُورِ مُحَمَّدٍ إِذْ كَانَ مُسْتَوْدِعًا فِي الْأَصْلَابِ كَمِشْكَاةٍ صِفَتِهَا كَذَا، وَأَرَادَ بِالْمِصْبَاحِ قَلْبَهُ وَبِالزُّجَاجَةِ صَدْرَهُ أَيْ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دَرِّي لَمَّا فِيهِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْحِكْمَةِ «تُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ». أَيْ مِنْ نُورِ إِبْرَاهِيْمَ وَضَرَبَ الْمِثْلَ بِالشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ وَقَوْلُهُ : «يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيْءُ». أَيْ تَكَادُ نُبُوَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ قَبْلَ كَلَامِهِ كَهَذَا الزَّيْتُ.

হযরত সাহাল বিন আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ এটি যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পথপ্রদর্শক (হাদি)। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, নূরে মুহাম্মদীর উদাহরণ, যখন তিনি পিতৃপুরুষের ঔরসে ছিলেন কুলঙ্গির ন্যায়। যার অবস্থা এরূপ : মিসবাহ অর্থাৎ প্রদ্বীপ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার নির্মল আত্মা। কাঁচপাত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার আলোকিত বক্ষ। মোদ্দকথা তিনি এক আলোকিত নক্ষত্র। কেননা, তার মধ্যে রয়েছে ঈমান ও হিকমাত। আর পবিত্র বৃক্ষ দ্বারা আলোকিত হওয়াটা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত করা যাওয়াটাই উদ্দেশ্য। পবিত্র বৃক্ষের উদাহরণে আল্লাহ তা'আলা বাণী يكاد زيتها দ্বারা উদ্দেশ্য এটি যে, অনতিবিলম্বে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত তার কথার (অর্থাৎ তিনি নবুয়ত সংক্রান্ত কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনা করার) পূর্বে প্রকাশ পাবে যেরূপ এই যায়তুন।[২]

[১]. তাফসীরে খাযেন ৫:৬৫
[২]. আস শিফা ১:১০-১১

المصباح فی زجاجة (কাঁচপাত্রে প্রদীপ) বাস্তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত অন্তর। যার নিকট হতে চিরন্তনী আলোর রশ্মি গ্রহণ করে পরিপার্শিক পরিবেশকে আলোকিত করা হচ্ছে। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বাকে আল কুরআন নূর বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর আল্লাহর জ্যোতির সম্পৃক্ততায় তাকে আল্লাহর জ্যোতি ও সত্যের জ্যোতি বলে বিবৃত করেছেন। মাওলানা জফর আলী খান সাহেব এই বাস্তবতার দিকে নিজের কবিতায় এভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে,

نور خدا ہے کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

'কাফিরের অত্যাচারে অমলিনবদন, তিনি খোদার জ্যোতি
ফুৎকারে যাবেনা নিভাণো আল্লাহর এই বাতি।'

উপর্যুক্ত আয়াতে مثل نوره-এর যে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা বর্ণনা করেছি, তার বুনিয়াদ হচ্ছে হযরত কা'আব, আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য মহান সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের উক্তি ও বাণী। হযরত ইবনে আব্বাস ঐ মহান প্রসিদ্ধ সাহাবি, যাকে ইলমী দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্মতা এবং কুরআন অনুধাবনের কারণে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তরজামানুল কুরআন' উপাধি প্রদান করেছেন। তার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই বাণীটিও বর্ণিত আছে যে,

إِنَّهُ كَانَ حَبْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ.

সে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী।

উজ্জ্বল প্রদীপের কুরআনী রূপকালংকার

কুরআন করিমে আল্লাহ তা'আলা নিজ প্রিয়বন্ধুকে সম্বোধন করে তার সৌন্দর্য ও রূপকে উজ্জল প্রদীপের সাথে উপমা দিয়েছেন। ইরশাদ করেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا ﴿٤٦﴾

হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ

করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।[১]

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপাদমস্তক সৌন্দর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ আখ্যা দেয়াটা একটি কুরআনী রূপক ভাষা। অভিধানে সূর্য বা প্রদীপকে 'সিরাজ' বলা হয়। আর 'মুনির' বলা হয়, যা অন্যকে আলোকিত করে তুলে।

এভাবে মহানবীর সত্ত্বার অস্তিত্ব এরূপ প্রদীপের ন্যায়, যিনি শুধু নিজে আলোকিত নন বরং সর্বদা সর্বদিকে আলো বিতরণও করছেন। আর নয় তিনি শুধু স্বয়ং জ্যোতি, বরং অন্ধাকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে জ্যোতির্ময় ভূমিতে পরিণত করছেন।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিরাজ শব্দ ব্যবহারের উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

قَالَ فِيْ حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ سِرَاجاً وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ شَمْسٌ مَعَ أَنَّهُ أَشَدُّ إِضَاءَةٍ مِّنَ السِّرَاجِ لَفَوَائِدِ مِّنْهَا، أَنَّ الشَّمْسَ نُوْرُهَا لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ وَالسِّرَاجُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْوَارٌ كَثِيْرَةٌ.

উপর্যুক্ত আয়াতে তাকে প্রদীপ বলা হয়েছে, সূর্য বলা হয়নি। অথচ সূর্যের আলো (এর চেয়ে) অধিক হয়ে থাকে। এর অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে যে, সূর্যের আলো গ্রহণ করা যায় না। বিপরীতে প্রদীপ। কেননা, এর দ্বারা অধিক আলো লাভ করা যায়।[২]

আল্লামা কুসতুলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন,

فَهُوَ السِّرَاجُ الْكَامِلُ فِي الْإِضَاءَةِ، وَلَمْ يُوْصِفْ بِالْوَهَّاجِ كَالشَّمْسِ لِأَنَّ الْمُنِيْرَ هُوَ الَّذِيْ يُنِيْرُ مِنْ غَيْرِ احْرَاقٍ بِخِلَافِ الْوَهَّاجِ.

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোর মধ্যে পরিপূর্ণ প্রদীপ। তাকে ওয়াহহায (প্রজ্জ্বলনকারী) বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়নি বরং মুনির বলা হয়েছে। কেননা, 'মুনির' বলা হয়, যা অন্যকে জালানো ব্যতীত আলেকিত

[১]. আল-কুরআন, আল-আহযাব ৩৩:৪৫-৪৬
[২]. তাফসীরে কবির ২৫:২১৭

করে। বিপরীতে ওয়াহহায, কেননা তা আলোর সাথে সাথে উত্তাপও দেয়।[১]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনু যাওজী বলেন,

سِرَاجًا لِّكَوْنِنَا وَمُنِيْرًا عَلَى وُجُوْدِنَا.

তিনি আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রদীপ এবং জীবনের জন্য মুনির (আলোকবর্তিকা)।[২]

অর্থাৎ তার আলোর বরকতে বিশ্বালোকের অভ্যুদয়ের সৌভাগ্য হয়েছে। আর বিশ্বচরাচর নিজের অস্তিত্বের জন্যও তারই আলোর দিকে মুখাপেক্ষী।

چشم ہستی صفت دیدہ اعمی ہوتی

دیدہ کن میں اگر نور نہ ہوتا تیرا

'চক্ষুমানরা অন্ধ হত, দেখে সিফত তোমারি
যদি না হত তাদের মাঝে, নূরের আলো তোমারি।'

বাস্তবতা এটি যে, তার পৃথিবীতে আগমনে তাওহীদ-রিসালতের ঐ বাতি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, যার আলোয় অজ্ঞতা, কুফর ও শিরকের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গেছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বের সর্বদিক আলোকিত হয়ে গেছে এবং অন্তরের মলিনতা (দূর হয়ে) আলোকিত হয়ে গেছে।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সম্বন্ধে হযরত হালিমা রাদিআল্লাহু আনহার প্রতিক্রিয়া

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুল যাওজী নকল করেন যে, হযরত সায়্যিদা হালিমা সা'দিআ রাদিআল্লাহু আনহা বলতেন,

إِذَا ارْضَعْتُهُ فِي الْمَنْزِلِ اسْتَغْنَي بِهِ مِنَ الْمِصْبَاحِ.

যে দিনগুলোতে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করাতাম, ঐ দিন গুলোতে আমার ঘরে প্রদীপের প্রয়োজন হত না।

সুতরাং, একদিন আমাকে হযরত খাওলা রাদিআল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি রাত্রে ঘরে আগুন জালিয়ে রাখ, যার দ্বারা তোমার ঘরে আলো থাকে? উত্তরে আমি বললাম,

[১]. আল-মাওহিব আল-লুদনিয়া ৩:১৭১
[২]. মিলাদুন নবী ৯

لَا وَاللهِ أَوْقَدَ نَارًا وَلَكِنَّهُ نُوْرُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

আল্লাহর কসম! আগুন প্রজ্জ্বলন করি না, বরং এ আলো হচ্ছে নূরীদেহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতি।[১]

যুগের বায়হাকী কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শামায়েলে মুহাম্মদীয়া হতে নকল করেন যে, হযরত হালিমা সা'দিয়া রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত,

مَا كُنَّا نَحْتَاجُ إِلَى السِّرَاجِ يَوْمَ أَخَذْنَاهُ، لِأَنَّ نُوْرٌ وَجْهُهُ كَانَ أَنْوَرٌ مِّنَ السِّرَاجِ، فَإِذَا احْتَجْنَا إِلَى السِّرَاجِ فِيْ فَكَانَ جِئْنَا بِهِ فَتَنَوَّرَتِ الْأَمْكِنَةُ بِبَرَكَتِهِ ﷺ.

যে দিন হতে আমরা তাকে আমাদের ঘরে এনেছি, সে দিন হতে আমাদের ঘরে প্রদীপ জালানোর প্রয়োজন হয়নি। কেননা, তার পবিত্র চেহারার আলো প্রদীপের আলোর চেয়ে অধিক আলোকিত ছিল। যখনই আমাদের কোন স্থানে প্রদীপের প্রয়োজন হত, তখনই আমরা তাকে সেখানে নিয়ে যেতাম। তার বরকতে সর্বত্র আলোকিত হয়ে যেত।[২]

ইমাম ইবনে সাবা হতে বর্ণিত,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضِيءُ الْبَيْتَ الْمُظْلِمَ مِنْ نُوْرِهِ.

যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন তার বরকতে পুরো শহরে প্রত্যেকটি বস্তু আলোকিত হয়ে গেল।[৩]

নূরে মুহাম্মদীর আরেকটি অনন্য অলৌকিকত্ব

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার সূত্রে একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে,

[১]. মিলাদুন নবী ৫৪
[২]. তাফসীরে মাযহারী ৬:৫২৮
[৩]. মাতালিউল মুসাররাত ৩৯৩

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَّرَجُلاً آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَاجَةٍ لَّهُمَا حَتَّي ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِيْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ ﷺ يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَصْيَةٌ فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا حَتَّي مَشَيَا فِيْ ضَوْئِهَا حَتَّي إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيْقَ أَضَاءَتْ لِلْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشَي كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِيْ ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَّي بَلَغَ أَهْلَهُ.

উসাইদ বিন হুযাইর ও আব্বাদ বিন বিশর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে দেরী করে ফেলল। রাত ছিল ঘোর অন্ধকার। যখন তারা ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন, তখন তাদের হাতে যে লাঠি ছিল তাদের মধ্যে একজনের লাঠি আলোকিত হয়ে গেল। যার আলোতে তারা পথের দূরত্ব অতিক্রম করল। এমনকি এর দ্বারা তারা ঐ স্থানে এসে গেলেন, যেখানে তাদের উভয়কে পৃথক হতে হবে। যখন রাস্তা পৃথক পৃথক হয়ে গেল, তখন অন্যজনের লাঠিটিও আলোকিত হয়ে গেল। সুতরাং, প্রত্যেকে নিজ নিজ লাঠির আলোতে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের নিকট পৌঁছে গেল।[১]

শিফা গ্রন্থ প্রণেতা ও আল্লামা যুরকানী এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নিম্নোক্ত হাদিসটিও নকল করেন। যার মধ্যে একথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত কাতাদাহ বিন নো'মান রাদিআল্লাহু আনহুকে বর্ষাকালে ঘোর অন্ধকার রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের একটি কাণ্ড দিয়েছিলেন।

হাদিসের শব্দাবলী হচ্ছে,

وَقَالَ : إِنْطَلَقَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَضِيْءُ لَكَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ عَشَرًا وَمِنْ خَلْفِكَ عَشَرًا، فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَتَرَى سَوَادًا، فَاضْرَبْهُ حَتَّي يَخْرُجُ، فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ، فَانْطَلَقَ فَأَضَاءَ لَهُ الْعُرْجُوْنَ حَتَّي دَخَلَ بَيْتَهُ وَوَجَدَ السَّوَادَ فَضَرَبَهُ حَتَّي خَرَجَ.

[১]. মিশকাতুল মাসাবিহ : ৫৪৪

إِنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى فِرَاشِهِ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَسَقَطَ مِنْ يَّدِهَا إِبْرَةٌ إِلَى الْأَرْضِ، فَكَشَفَتْ عَنْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَتْهَا بِنُوْرِ جَبِيْنِهِ فَرَفَعَتْهَا.

এক অন্ধকার রাত্রে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিছানায় ছিলেন। তখন তার হাত থেকে একটি সুঁই মাটিতে পড়ে গেল। (তিনি তা তালাশ করতে ছিলেন) এমতাবস্থায় হঠাৎ তাঁর (হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেহারা মুবারক হতে আলোর কিরণ উদ্গিরণ হতে শুরু করল। তার কপালের আলোতে আমার হারানো সুঁই পেয়ে গেলাম।[১]

ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় শেষ বাক্যটি হচ্ছে,

فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةِ مِنْ شِعَاعِ نُّوْرِ وَجْهِهِ.

তার পবিত্র চেহারার চমকে (আলোর কিরণ) আমি সুঁই পেয়ে গেলাম।[২]

নূরীদেহের শানে তানবির (আলোকময়তার মাহাত্ম্য)

একদিন দুইজন সাহাবী দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় তারা দেরি করে ফেলল। যখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাগমনের অনুমতি চাইল, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারের গাঢ়তায় সন্নিকটও দেখা যাচ্ছিলনা। তাদের নিকট একটি লাঠি ব্যতীত অবশিষ্ট আর কিছুই ছিলনা। তারা এ দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে গেল যে, এত লম্বা সফর! অন্ধকারে ঘরে কিভাবে প্রত্যাগমন করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সমস্যা আঁচ করে তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের লাঠিটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। এরকম করা মাত্রই এই লাঠিটি মশালের ন্যায় জ্বলতে লাগল। যার আলোতে তারা নিরাপদ ও নির্ভয়ে স্বীয় উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল।

হযরত আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত হাদিসের বক্তব্য হচ্ছে,

[১]. জওয়াবিরুল বিহার ৪:২২৪
[২]. ইবনে আসাকির, তারিখে দামিস্ক ১:৩২৫

আর তিনি বললেন, এটি নিয়ে যাও। এটি তোমার জন্য দশ হাত পূর্বাপর রাস্তা আলোকিত করবে। আর যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করবে, তখন একটি সাপ দেখতে পাবে। সাপটিকে এত প্রচন্ডভাবে আঘাত করবে যে, যাতে সেটা বের হয়ে যায়। কেননা, সে শয়তান। অতঃপর কাতাদা সেখান থেকে রওয়ানা দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত খেজুর গাছের কান্ডটি তার জন্য আলোকিত হয়ে গেল। এমনকি সে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। ভিতরে যেতেই তিনি সাপটি পেয়ে গেলেন এবং এত প্রচণ্ড আঘাত করলেন যে, সেটা বের হয়ে গেল।[১]

এগুলো ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উজ্জ্বল প্রদীপ হওয়ার ন্যূনতম প্রকাশ স্থল। বাস্তবতা তো এটি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সত্ত্বায় আপাদমস্তক নূরের প্রতিচ্ছবি। যেখানে যেখানে তার পবিত্র আত্মা মনোনিবেশ করতেন, (সেখানে) রিসালতের সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণে অন্ধকার নির্মল আলোতে রূপান্তরিত হতো এবং কালো-কৃষ্ণ অন্ধকারবিশ্ব জ্যোতির্ময় ভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত।

সূরা নজমের আয়াতে নূরী দেহীর বর্ণনা

সূরা নজমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উজ্জ্বল নক্ষত্র আখ্যা দিয়ে শপথ করেছেন। ইরশাদ করেন,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾

'উজ্জল নক্ষত্রের শপথ! যখন তা অস্তমিত হয়।[২]

অত্র আয়াতে النجم দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত সত্ত্বা। আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত ইমাম জাফর সাদেকের সূত্রে লিখেন,

قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ ﷺ : هُوَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَوَيَهُ نُزُوْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ.

[১]. আশ-শিফা বি-তা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা ১:৩৩৩
[২]. আল-কুরআন, আন-নাজম ৫৩:১

النجم দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা এবং هوى দ্বারা তার মে'রাজ হতে প্রত্যাগমন উদ্দেশ্য।[১]

যেহেতু هوى শব্দটির অর্থ অবতরণ ছাড়া উর্ধ্বারোহণ এবং উত্থানও রয়েছে, সুতরাং আল্লামা আলুসী বলেন,

جَوَّزَ عَلَى هَذَا أَنْ يُرَادَ بِهَوَيَهُ صُعُوْدَهُ وَعُرُوْجَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى مُنْقَطَعِ الْأَيْنِ.

النجم দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বা এবং هوى দ্বারা তার প্রান্তহীন জগত পযর্ন্ত তাশরিফ নিয়ে যাওয়াটাই উদ্দেশ্য।[২]

অর্থাৎ هوى শব্দের মাধ্যমে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গমন ও প্রত্যাগমন উভয়টির শপথ নেয়া হয়েছে। হযরত কাযী সানা উল্লাহ পানি পথি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় রুচি অনুযায়ী ইমাম জাফর সাদেকের বক্তব্যের উপর দলিল দিতে গিয়ে বলেন,

أَنْ أُرِيْدَ بِالنَّجْمِ مُحَمَّدٌ ﷺ وَهَوَيَهُ نُزُوْلُهُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فَلَا شَكَّ إِنَّ نُزُوْلَ مُحَمَّدٍ بَعْدَ عُرُوْجِهِ لِهِدَايَةِ الْخَلْقِ نِعْمَةٌ جَلِيْلَةٌ مِّنَ اللهِ تَعَالَى لَا نَظِيْرَ لَهَا.

যদি النجم শব্দ দ্বারা তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র সত্ত্বা এবং هوى দ্বারা তার মিরাজ হতে প্রত্যাগমন উদ্দেশ্য হয় (যেরূপ ইমাম জাফরের বক্তব্য), তাহলে এ শপথ নেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটি যে, তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত উর্ধ্বজগতে উঠার পরও সৃষ্টি জগতের হেদায়তের জন্য (পৃথিবীতে) প্রত্যাবর্তন আল্লাহর এমন মহান নেয়ামত, যার কোনো দৃষ্টান্ত নেই।[৩]

[১]. রুহুল মা'আনি ২৭:৪৫
[২]. রুহুল মা'আনি ২৭:৪৫
[৩]. তাফসীরে মাজহিরী ৯০:১০৩

এ কথাটিও বর্ণিত যে, النجم দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মা।[১]

এ ইসতিদলালও করা হয়েছে যে, আয়াতে করিমা

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ وَمَآ ۝١ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۝٢ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ۝٣

শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। আপনি কি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।[২]

এ স্থানে النجم দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সত্ত্বা।[৩]

وَٱلْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

শপথ ফজরের। শপথ দশ রাত্রির।[৪]

এর তাফসীরে ইমাম ইবনে আতা বলেন,

اَلْفَجْرُ مُحَمَّدٌ ﷺ لِأَنَّ مِنْهُ تُفَجَّرُ الْإِيمَانَ.

الفجر দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেননা, তার থেকেই ঈমানের প্রসবন বা ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয়।[৫]

আমরা দেখতে পায় যে, কুরআন বিভিন্ন ভঙ্গিমায় কখনো উপমা-উদাহরণ, কখনো ইশারা-ইঙ্গিত, কখনো রূপক ও দ্ব্যর্থক এবং কখনো স্পষ্টতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক সৌন্দর্য ও নূরীদেহের বর্ণনা দিয়েছে। যাতে তার ব্যক্তিগত মাহাত্ম্যের দিকটি খুবই দীপ্তিমান হয়। এ ধরণটি অবলম্বন করে কুরআন মজিদ জ্ঞানগত ও শিক্ষাগত দিকের স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য ও নান্দনিক দিকটি খুবই সুস্পষ্ট করেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার

১. আস শিফা ১:২৩
২. আল-কুরআন, আত-তারিক ৮৬:১-৩
৩. আস শিফা: ১:২৩
৪. আল-কুরআন, আল-ফজর ৮৯:১-২
৫. আস শিফা ১:১০

আলোচনা দ্বারা মুমিনের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইশকে-মুহাব্বতের উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং মাহবুবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুকরণ-অনুসরণের মাধ্যম মস্তিস্ক স্বাদ ও মিষ্টির রসনা অনুভব করতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের কসম খেয়েছেন

কুরআন মজিদে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভূ নিজ হাবিবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো জিন্দিগীর কসম খেয়েছেন। আল্লাহর বাণী হচ্ছে,

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝٧٢

হে মাহবুব! আপনার জীবনের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।[১]

কাযী আবু বকর বিন আল আরবী বলেন,

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ بِأَجْمَعِهِمْ : أَقْسَمَ اللهُ هُنَا بِحَيَاةِ مُحَمَّدٍ ﷺ تَشْرِيفًا لَهُ.

সকল তাফসীরকারকরা একথার ওপর একমত যে, সুমহান মর্যাদার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো জীবনের কসম খেয়েছেন।[২]

যবুর, তাওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলীতে এমন কোন সূত্র নেই, যার দ্বারা এ কথাটি প্রকাশ পায় যে, মহাবিশ্বের প্রভু আল্লাহ তা'আলা কখনো অন্য কোন নবীর পুরো জীবনের এভাবে কসম খেয়েছেন। এই একক ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট-সম্মান শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত সত্ত্বাই অর্জন করেছে। তার পুরো জীবনকে শপথের মহল স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

নিঃসন্দেহে, এই মাহাত্ম্য এককভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাগে এসেছে। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : مَا خَلَقَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ وَلَا بَرَأَ نَفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَمَا سَمِعْتُ اللهَ أَقْسَمَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ غَيْرِهِ.

১. আল-কুরআন, আল-হিযর ১৫:৭২
২. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, ৩:১১১৩

আল্লাহ তা'আলা কোন সৃষ্টিকে নিজ দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সম্মানিত করে সৃষ্টি করেননি এবং আমি শুনিনি যে, আল্লাহ তা'আলা তিনি ব্যতীত অন্য কারো জীবনের কসম খেয়েছেন।[১]

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন,

هَذَا نِهَايَةُ التَّعْظِيْمِ وَغَايَةُ الْبِرِّ وَالتَّشْرِيْفِ.

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনের শপথ নেয়াটা হচ্ছে ইজ্জত-সম্মানের শীর্ষ ও চূড়ান্ত স্থান।[২]

এখানে এসব সূক্ষ্ম বিষয়টি উল্লেখ উপযোগি যে, আল্লাহর সত্ত্বা স্বীয় মাহবুবের শুধু (নবী হিসেবে) প্রেরণের পরবর্তী জীবনরই কসম খাননি, বরং (নবী হিসেবে) প্রেরণের পূর্বাপর তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো তেষট্টি বছর জিন্দেগীর কসম খেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলা আল্লাহর বাণী, 'তোমার পুরো জিন্দেগীর কসম' বাস্তবে তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতময় জীবনকে প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি ও বিচ্যুতি থেকে পাক-পবিত্র ও মুক্ত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ারই নামান্তর।

আরও বলা হয়েছে যে, যে হতভাগারা আপনাকে যাদুকর ও পাগল যেরূপ অসুন্দর ও কদর্য বাক্যে দ্বারা জর্জরিত করে। তারা নিজেরাই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার উপত্যকায় উদভ্রান্তের মত ঘুরা ফিরা করে। এখানে দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ভাষায় এ বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা এর উপযুক্ত যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার জীবনের কসম খেয়েছেন। এর মধ্যে নবুওয়ত ঘোষণার পূর্বে অতিবাহিত জীবনের নিষ্কলুষতার ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য সহজে এসে গেছে। আর এরূপ তো হবেই। যাতে জীবনের অতিবাহিত এই সময়টি রিসালতের দাবীর সত্যতার জন্য প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। কুরআন মজিদে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র জবানে ইসলাম বিরোধিদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন যে,

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

[১]. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, ৩:১১১৩
[২]. কুরতুবী, আহকামুল কুরআন, ১০:৩৯

আমি তোমাদের মাঝে ইতিঃপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি, এরপরও কি তোমরা চিন্তা করবেনা।[১]

রিসালত ঘোষণার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনটি উম্মুক্ত কিতাবের ন্যায় কাফের-মুশরিকদের সম্মুখে ছিল। জীবনের এই চল্লিশটি বছরের প্রতিটি মুহূর্ত তাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ভাষায় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, যদি এ দীর্ঘ সময়ে তাদের নযরে কোন দোষ-ত্রুটি, কালিমা, প্রমতি ও অনভিজ্ঞতা না আসে, তাহলে এটি একথার স্পষ্ট দলিল নয় কি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদ ও রিসালতের পয়গাম সৎ ও সঠিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং একথার দাবীদার যে, তা নির্দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করা হবে এবং এর ওপর ঈমান আনা হবে। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের কসম খাওয়াটা নিঃসন্দেহে নবী চরিতের অংশ। যার মধ্যে মানুষের অন্তর ও স্বভাবকে এ আপাদমস্তক সুন্দর সত্ত্বার দিকে ভালবাসায় ঝুঁকে পড়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে জিনিসের সংযোগ-সম্বন্ধ রয়েছে তাও আল্লাহর নিকট কসমের উপযোগী

আল্লাহর কাছে স্বীয় মাহবুবের এত অধিক মুহাব্বত রয়েছে যে, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্বন্ধিত, তাও আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার কারণে কসমের উপযোগি হয়ে গেছে। কুরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে,

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾

শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়।[২]

এ আয়াতে والد শব্দের মর্ম ও প্রয়োগ হযরত আবদুল্লাহ হতে নিয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও হযরত আদম আলাইহিস সালাম পযর্ন্ত তার পিতৃপুরুষদের মধ্য হতে যে কোন পবিত্র ঔরসের ওপর করা যেতে পারে। যার মধ্যে নূরে মুস্তাফাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থিতি ছিল। والد-এর নাম উল্লেখ না করায় আয়াতে এ হিকমতটি নিহিত রয়েছে যে, প্রত্যেক ওয়ালিদের সম্পর্ক সন্তান দ্বারা হয়। যতক্ষণ পযর্ন্ত সন্তান লাভ হবেনা, ততক্ষণ পযর্ন্ত পিতৃত্বও লাভ হয়না।

[১]. আল-কুরআন, ইউনুস ১০:১৬
[২]. আল-কুরআন, আল-বালাদ ৯০:৩

তাই কুরআন ওয়ালিদের কথা উল্লেখ করা মাত্রই وما ولد বলে এই মহান সম্মানিত সন্তানের কসম খেয়েছেন। যার পবিত্রতা তার পিতৃপুরুষদের জন্য এরূপ ইজ্জত-সম্মানের কারণ হয়েছে যে, স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা তাদেরও (নামে) কসম খাচ্ছেন। এই শপথের মধ্যে ওয়ালিদের ব্যাপকতা দ্বারা এ বিষয়টি বুঝা যায় যে, নব্বী ফয়জের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু পর্যন্ত সকল পিতৃপুরুষ কসমের উপযোগি হয়ে গেছেন।

ধন্য ঐ শহর যেখানে প্রিয় হাবিব রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এই শহরেরও কসম খেয়েছেন, যার মাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মুবারকের তালুর পরশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ইরশাদ করেন,

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝١ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ۝٢

আমি এ নগরীর শপথ করি আর আপনি এ শহরে বাস করেন।[১]

আল্লাহ তা'আলা মাহবুবের শহরের কসম এ জন্য খাচ্ছেন যে, সেখানে তার কদম মুবারক পড়েছে। যেরূপ প্রত্যেক ঘরের মূল্য এর গৃহস্থের সম্মান দ্বারা হয়, এরূপ মক্কা নগরীর এ মাহাত্ম্য ও সম্মান এজন্য অর্জিত হয়েছে যে, সেখানে রাব্বুল আলামীনের হাবিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছেন।

ইমাম খাজেন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

فَكَأَنَّهُ عَظَّمَ حُرْمَةَ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ﷺ مُقِيْمٌ بِهَا.

আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরীর ইজ্জত-সম্মান এজন্য বৃদ্ধি করেছেন যে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছেন।[২]

কুরআন মজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরাম ও স্বস্তিদায়ক শহরের গলিপথের শপথ নেয়াটা কোন কাব্যিক বিষয় নয়, যা অতিশয়োক্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে, বরং তা আল্লাহর কালাম। আর এর শিক্ষা কুরআনের মাধ্যমে বান্দাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

১. আল-কুরআন, আল-বালাদ ৯০:১-২
২. তাফসীরে খাজেন ৭:২০৭

لَآ أُقۡسِمُ-এর একাধিক অর্থ রয়েছে, যা মুফাসসিরীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে তা নিম্নে তোলে ধরা হচ্ছে।

لَآ أُقۡسِمُ-এর প্রথম তাফসীর

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ-এর একটি অর্থ হচ্ছে এটি যে, হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি এই শহরের কসম শুধু এজন্য খেয়েছি যে, আপনি তাতে অবস্থান করেছেন। এই অর্থ তাফসীরসংক্রান্ত এ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এখানে لَا শব্দটি অতিরিক্ত। আর এর উপকারিতা হচ্ছে এটি যে,

প্রথমতঃ শপথ গ্রহণকারী শপথ গ্রহণ হতে নিজের অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ তার কি প্রয়োজন যে, তিনি শপথ করবেন? সুতরাং তিনি যখন শপথ হতে অমুখাপেক্ষি হওয়া সত্ত্বেও শপথ নিলেন, তাই এ কসমের গুরুত্ব খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য এটি কসমকে দৃঢ়করণেরও উপযোগি। অতঃএব অতিরিক্তি لَا দ্বারা এ বাস্তবতাও প্রতিভাত হচ্ছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা শপথ গ্রহণ করেন না এবং তিনি বাস্তবে শপথ গ্রহণ হতে অমুখাপেক্ষিও, তা সত্ত্বেও তিনি মক্কা নগরীর কসম খেয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে, কোন অতি বড় রহস্য (এতে) অবশ্যই থাকবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ শহরটিও অন্যান্য শহরের ন্যায় পাথর, বালি, ইট ও কংক্রিট দ্বারাই নির্মিত। কিন্তু হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সেখানে আপনার অবস্থান গ্রহণের দ্বারা সে ঐ মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও প্রীতি লাভ করেছে যে, সে আমার নিকট কসম খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে।

অসংখ্য গ্রন্থাদির দ্বারা প্রমাণিত যে, মক্কার হেরমে অগণিত আম্বীয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম সমাহিত রয়েছেন। খুবই স্পষ্ট যে, এসব আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা হতে হাজারো মাইল দূরত্বের পথ পরিভ্রমণ করে মক্কা নগরীতে শুধু এ উদ্দেশ্যে এসেছিলেন যে, তাদের দাফন যেন এই জমিতে হয়, যে জমি আখেরী নবীর জন্মস্থান ও আবাসস্থল হওয়ার সৌভাগ্য লাভের অধিকারী। তাদের নিকট এ সংবাদ সন্দেহাতীতভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফার মাধ্যমে পৌঁছে ছিল। কেননা, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মভূমি সংক্রান্ত আলোচনা ছিল। এ আরজি দ্বারা শুধু এতটুকু সুস্পষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল যে, নিঃসন্দেহে মক্কা নগরীর মাহাত্ম্যের মধ্যে কা'বা শরীফ, আম্বীয়া কিরামদের মাজার শরীফ, মাকামে ইবরাহিম, মাতাফ, হাজরে আসওয়াদ, সাফা-মারওয়া, জমজম কূপের পানি ইত্যাদি সবগুলোর ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এ সকল জিনিসগুলো মক্কা নগরীকে আল্লাহ তা'আলার কসমের উপযোগি করেনি। لَا দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ঐ সকল সংযোগ-সম্বন্ধ সত্ত্বেও

আমি (মক্কা নগরীর) কসম খেতাম না। বরং এ সবগুলোকে দৃষ্টিহীন করে আমি এ শহরের কসম শুধু এজন্য খাচ্ছি যে, হে মাহবুব! এই শহর তোমার কদমের পরশ লাভ করেছে। যার মুকাবিলায় অন্য সব সংযোগ-সম্বন্ধ বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। মোদ্দ কথা, এসব কিছু মক্কায় উপস্থিত বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি শহরের কসম খেতাম না। বরং শুধু এজন্যে খেয়েছি যে, তুমি এখানে অবস্থান করছ।

لَا أُقْسِمُ-এর দ্বিতীয় তাফসীর

দ্বিতীয় তাফসীরের দৃষ্টিতে আয়াতের মধ্যে لا নিষেধাজ্ঞামূলক প্রশ্নবোধক শব্দ। আর و শব্দটি অবস্থা বাচক। এই হিসেবে لَا أُقْسِمُ অর্থ হচ্ছে, হে মাহবুব! আমি কি এ শহরের কসম খাবনা! অথচ তুমি এখানে অবস্থার করছ। তা কিভাবে সম্ভব? এ কথণরীতিতে একটি তা'জ্জবের বিষয় পাওয়া যায় যে, এটি কিভাবে সম্ভব যে, তুমি এ শহরে অবস্থান করছ, তার পরেও আমি এর কসম খাবনা? না না! আমি তো এই শহরের ধূলিকণারও কসম খাব।

لَا أُقْسِمُ-এর তৃতীয় তাফসীর

حلول ও حل শব্দে স্বাধীনভাবে ঘুরা ফিরা করার অর্থও পাওয়া যায়। যার ফায়দা হচ্ছে এটি যে, আমি শহরের কসম তখনই খাচ্ছি, যখন আপনি এর গলি-পথে মনোহর গতিতে চলেন। কাযী সানা উল্লাহ পানি পথি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

أَقْسِمُ اللهَ سُبْحَانَهُ بِمَكَّةَ مُقَيَّدًا بِحُلُوْلِهِ ﷺ إِظْهَارًا لِمَزِيْدِ فَضَائِلِهَا.

এই বাক্যটি শপথকৃত বস্তুর সাথে 'হাল' (অবস্থা বাচক) হিসেবে এসেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মক্কা নগরীর কসম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলা-ফেরার শর্তে খেয়েছেন।[১]

অন্য স্থানে কুরআন মজিদ এ প্রশান্তিদায়ক শহরের কসম এভাবে খাচ্ছেন,

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿٣﴾

এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) শপথ।[২]

শহরের কথা তো ভিন্ন, আল্লাহ তা'আলা ঐ পাথরেরও আলোচনা পরিপূর্ণ প্রীতির সাথে করেছেন, যেগুলোর মধ্যে তার প্রিয় হাবিব অবস্থান করছে। কুরআন

১. তাফসীরে মাযহারী ১০:২৬৪
২. আল-কুরআন আত-তীন ৯৫:৩

মজিদ ঐ অবোধ লোকদেরকে যারা স্বীয় কাজে (নবীর নিকট) আসত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কক্ষের বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে তার বিশ্রামে বিঘ্ন ও ব্যাঘাত ঘটাত, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের শিষ্টাচারিতা বজায় রাখতে শিক্ষা দেয়ার জন্য ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচুস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুঝ।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান চরিত্র যে শীর্ষ চূড়ায় ছিল, তার কারণে তিনি তাদের প্রতি ক্ষমা, ধৈর্য ও কোমলতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের এ কর্ম পদ্ধতি, যা তার হাবিবের জন্য ঔদ্ধতা, অভদ্রতা ও কষ্টের কারণ ছিল, তা কখনো কি মনঃপুত হবে? সুতরাং স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

কুরআনের কোন স্থানেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু নাম ধরে ডাকা হয়নি

এ বিষয়টি স্ববিশেষ আলোচনার উপযোগি যে, কুরআন মজিদের কোথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাম ধরে ডাকা হয়নি। অথচ অন্যান্য আম্বীয়া কিরামদেরকে তাদের নাম ধরে ডাকা হয়েছে। যেমন

قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ﴿٣٣﴾

হে আদম! ফেরেশেতাদেরকে বলে দাও এসব বিষয়ের নাম।[২]

يَٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَٰمٍ مِّنَّا ﴿٤٨﴾

হে নূহ আলাইহিস সালাম! আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা সহকারে অবতরণ কর।[৩]

১. আল-কুরআন, আল-হুজুরাত ৪:৪৯
২. আল-কুরআন, আল-বাকারা ২:৩৩
৩. আল-কুরআন, হুদ ১১:৪৮

يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ﴿٧﴾

হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি।[১]

يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ ﴿١٢﴾

হে ইয়াহইয়! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর।[২]

قَالَ يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَٰلَٰتِى وَبِكَلَٰمِى ﴿١٤٤﴾

হে মূসা! আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছি।[৩]

يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ ﴿٥٥﴾

হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো।[৪]

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করার সময় আল্লাহ তা'আলা সর্বদা তাকে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন পূবর্ক বিভিন্ন উপাধি ও সম্বোধনমূলক শব্দে স্বরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোথাও يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ বলে ডেকেছেন। কোথাও يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ বলে, কোথাও طه এবং কোথাও يس যেরূপ প্রীতিপূর্ণ মিষ্টি ভাষায় সম্বোধন করেছেন। যেমন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিতে কিছু অংশ বাদ দিয়ে দণ্ডায়মান হোন।[৫]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾

হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন।[৬]

১. আল-কুরআন, মারয়াম ১৯:৭
২. আল-কুরআন, মারয়াম ১৯:১২
৩. আল-কুরআন, আল-আ'রাফ ৭:১৪৪
৪. আল-কুরআন, আলে ইমরান ৩:৫৫
৫. আল-কুরআন, আল-মুযযাম্মিল ৭৩:১-২
৬. আল-কুরআন, আল-মুদ্দাসসির ৭৪:১-২

طه ﴿١﴾ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ﴿٢﴾

তোয়া-হা, আপনাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।[১]

يسٓ ﴿١﴾ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

ইয়া-সীন, প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম, নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলগণের একজন।[২]

এ সম্বোধনসমূহে মধু ও ভালবাসার রুচিপূর্ণ স্বাদ আছে। এর মধ্যে এ শিক্ষাটিও আছে যে, উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তি এ কথাটি ভালভাবে মনস্থির করে নিবে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির স্রষ্টা হয়ে স্বীয় হাবিবকে কোন উপাধিবিহীন শুধু নাম ধরে ডাকাটা পছন্দ করেননি, তাই তাদের জন্য চূড়ান্ত মাত্রায় আবশ্যক যে, তারা মহানবীর দরবারের ইজ্জত-সম্মানের দামন কখনোই হাত ছাড়া করবেনা এবং এই সুউঁচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দরবারে তারা সর্বদা সম্মানে মাথা ঝুঁকাবে। তাই কুরআনে যথারীতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴿٦٣﴾

রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহবানের মত গণ্য করো না।[৩]

কিন্তু এ অবস্থা তখনোই সৃষ্টি হবে, যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত সত্ত্বার সাথে অকৃত্রিম ইশক-মুহাব্বত পূর্ণ মাত্রায় হবে। আর এ উদ্দেশ্যটি শামায়েলের বর্ণনা দ্বারাই সাধিত হয়।

আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও সুগন্ধিযুক্ত যুলফির শপথ

কুরআনের পৃষ্টাবলী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শরীরের বরকতময় অঙ্গসমূহ অর্থাৎ আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, জুলফি মুবারক ও পবিত্র আঁখিদ্বয়েরও আলোচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

১. আল-কুরআন, তোয়া-হা ২০:১-২
২. আল-কুরআন, ইয়াসিন ৩৬:১-২
৩. আল-কুরআন, আন-নূর ২৪:৬৩

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

শপথ পূর্বাহ্নের (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উর্ধ্বালোকে উঠার), শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়। আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।[১]

এখানে উপমার আশ্রয়ে পূর্বাহ্নের মত আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের আলোচনা وَالضُّحَىٰ বলে এবং গভীর অন্ধকার রাত্রির মত তার যুলফি ও চুলের গোছার আলোচনা والليل বলে করা হয়েছে।

হযরত শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ আয়াতের প্রেক্ষাপটে বড় বড় মুফাসসিরীনদের বক্তব্য নকল করতে গিয়ে তাফসীরে আজিজিতে বলেন,

'কতিপয় মুফাসসিরীন বলেন, وَالضُّحَىٰ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম দিবস এবং وَاللَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য শবে মে'রাজ। কতিপয়ের মতে, وَالضُّحَىٰ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল এবং وَاللَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য অন্ধকার রাত্রির মত তার কালো চুল মুবারক। অনেকের মতে, وَالضُّحَىٰ দ্বারা উদ্দেশ্য তার জ্ঞানের আলো যা তাকে দেয়া হয়েছে। আর এ কারণে আলেমে গায়বের পর্দা উম্মুক্ত ও খুলে গিয়েছিল। এবং وَاللَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা ও উদারতা, যদ্বারা উম্মতের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা হয়েছে। আর কতিপয়ের মতে, দ্বিপ্রহর দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক অবস্থাদি, যার ব্যাপারে সৃষ্টিকূল অবগত ছিল। এবং রাত দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তক। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি, যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়।'[২]

এ সূক্ষ্ম বিষয়টি ভাবার উপযোগি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের কসম وَالضُّحَىٰ বলে দ্বিপ্রহরের সাথে সম্পৃক্ত করে কেন করা হয়েছে? তার হিকমত এটি যে, এ সময়টি সর্বাধিক আলোকিত হয়। কিন্তু তাতে তাপের তীব্রতা ও গরমের তেজস্বিতা অতিরিক্ত হয় না। বস্তুত وَالضُّحَىٰ-

[১]. আল-কুরআন, আদ-দোহা ৯৩:১-৩
[২]. তাফসীরে আজিজী : ২১৭

এর সম্পৃক্ততায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল দীপ্তিমান প্রদীপের মত উজ্জ্বল। কিন্তু তা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সুন্দরের ভক্ততদের জন্য তেজস্বিতার বদলে অন্তরের প্রশান্তি ও প্রশস্তির মাধ্যম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডলের আলো পূর্ণ যৌবনে পদার্পণের পরও তা চোখ ঝলসানো নয়। বরং এ সুন্দরের প্রতিচ্ছবিতে দৃষ্টি নিবদ্ধিত রাখতে মন চাই।

কসমের প্রেক্ষাপট

এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, স্বীয় হাবিবের সুন্দর মুখমণ্ডল ও কালো যুলফির কসম খাওয়া আল্লাহর কি প্রয়োজন? এর উত্তর, আলোচ্য সূরাটির শানে নুযুলে গভীর দৃষ্টি দিলে পাওয়া যায়। কিছু দিন পযর্ন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহীর ধারাবাহিকতা আল্লাহর হিকমতে বিচ্ছিন্ন ছিল, এতে কিছু হতভাগা ইসলামের শত্রু ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে বলতে লাগল যে, মুহাম্মদের খোদা (নাউযুবিল্লাহ) তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এ ধরণের বিদ্রুপাত্মক কথা-বার্তা ও প্রপাগন্ডা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পযর্ন্ত পৌছল, তখন মানবিক তাকাদায় তার স্বভাবে কিছুটা বিষণ্নতার চাপ সৃষ্টি হল।

বাস্তবতা হচ্ছে, এ ধরনের কোন কথা-বার্তা তার খেয়াল-ধারণায়ও আসতে পারেনা। কিন্তু বিরোধিদের কুধারণা-কুকথা ও ঠাট্টা-বিদ্রুপের প্রভাবে তাঁর অনুভূতিতে আঘাত পাওয়াটা ছিল প্রকৃতি ও স্বভাব সম্মত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবিবের অন্তরে প্রশান্তির ও প্রশস্তির জন্য এ প্রীতিপূর্ণ পয়গাম ওহী আকারে প্রেরণ করেছেন। যাতে কাফির-মুশরিকদের হৃদয়-বিদীর্ণ কুটিল প্রপাগণ্ডায় তাঁর স্বভাবে বিষণ্নতা ও হতাশার যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর করা যায়।

বিরুদ্ধবাদীদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও কুটিল প্রপাগন্ডায় আল্লাহ তা'আলার নিকট নবীর মুহাব্বতের আত্মসম্ভ্রমবোধ জেগে উঠল। তিনি তাঁর হাবিবের পবিত্র মুখমণ্ডল ও যুলফির কসম খেয়ে আশ্বস্ত করেছেন যে, হে মাহবুব! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তোমাকে ত্যাগ করার ও তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। আমি তো তোমারই সুন্দর মুখমণ্ডল ও সুগন্ধযুক্ত যুলফিরও কসম খাচ্ছি। কখনো এ পরিমাণ মুহাব্বতকারী কি নিজের মাহবুবের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারে! এ রসপূর্ণ প্রীতিবাক্যগুলো শত্রুদেরকে লজ্জায় ডুবিয়ে দিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে প্রশান্তি দান করল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আঁখিদ্বয়ের বর্ণনা

কুরআন মজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ আঁখিদ্বয়েরও আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো স্বীয় উদ্যম, নির্ভরতা, আস্থা, সাহস, সংকল্প ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর এ বাণীর মাপকাঠি ও প্রত্যায়নকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।[১]

তাঁর দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা এত শক্তিশালী ও প্রসারিত ছিল যে, শবে মে'রাজে আল্লাহর দর্শনের সময় শুধু না বিরক্তি আসেনি, বরং তা পূর্ণমাত্রায় স্বজ্ঞানে আল্লাহর সৌন্দর্যের দর্শনে মোহগ্রস্ত ছিল।

হযরত সাহাল ইবনে আবদিল্লাহ আত-তাসতারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐ দিদার লাভের আলোচনা এ বাক্য দ্বারা করছেন,

لَمْ يَرْجِعْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى شَاهِدِ نَفْسِهِ وَإِلَى مُشَاهِدَتِهَا وَإِنَّمَا كَانَ مُشَاهِدًا لِرَبِّهِ تَعَالَى يُشَاهِدُ مَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِيْ أَوْجَبَتِ النُّبُوْتُ فِيْ ذَلِكَ الْمَحَلِ.

তিনি স্বীয় রবের দিদারে এরূপ নিমজ্জিত ও আত্মমগ্ন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা ও তার গুণাবলী ব্যতীত অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেননি।[২]

এর বিপরীতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম 'তুর' পাহাড়ে আল্লাহর জ্যোতির একটি ঝলকও সহ্য করতে পারেননি এবং আল্লাহ তা'আলার গুণগত জ্যোতির বিমূর্ত কিরণের প্রভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আরো প্রখর হয়ে উঠল।

জনৈক সূক্ষ্মদর্শী বুযুর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূরদর্শীতাকে মূসা আলাইহিস সালাম দূরদর্শীতার সাথে কি অপরূপ ভাষায় তুলনা করেছেন,

موسی ز ہوش رفت بہ یک پرتو صفات

[১]. আল-কুরআন, আন-নাযম ৫৩:১৭
[২]. রুহুল মা'আনি, ২৭:৫৪

تو عین ذات می نگری در تبسمی

'খোদায়ী নূরের এক ঝলকে মূসা হয়েছিল বেহুশ,
আল্লাহর দিদার লাভে তোমার হাসিতে এসেছিল জোশ।'

কুরআন ইতিপূর্বে 'আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন দিদার লাভ সম্পকীয়' অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ দূরদর্শীতা আলোচনা এ শব্দ দ্বারা করেন,

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾

নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শানাবলী অবলোকন করেছে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মা ও কুরআন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণাঙ্গ দূরদর্শীতার আলোচনার পর কুরআন তার আলোকিত আত্মারও আলোচনা করেন। ইরশাদ হচ্ছে,

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿١١﴾

রাসূলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে।[২]

পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিলের রহস্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরআন মজিদ এক সাথে পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ না হয়ে, বরং তেইশ বছর নবুয়তি জীবনে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সাধারণভাবে তিন অথবা চার আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাযিল হওয়ার মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে প্রশান্তি দেয়া। আল্লাহর বাণী,

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্যে।[৩]

[১]. আল-কুরআন, আন-নাযম ৫৩:১৮
[২]. আল-কুরআন, আন-নাযম ৫৩:১১
[৩]. আল-কুরআন, আল-ফুরকান ২৫:৩২

যদি কুরআন একই আসরে একই সাথে নাযিল করে দেয়া হত, তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মাহবুবের সাথে যথারীতি সংবাদ প্রেরণের ধারা যা তেষট্টি বছর ব্যাপী ব্যাপৃত ছিল,অল্প মুহূর্তে পূর্ণাঙ্গ হয়ে সমাপ্ত হয়ে যেত। কুরআনকে পর্যায়ক্রমিক স্তরে প্রয়োজন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করার সর্বাধিক বড় রহস্য হচ্ছে এটি যে, এভাবে যেন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মাহবুবের নিকট সংবাদ প্রেরণের সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে চালু থাকে। আর মাহবুবের সাথে আলাপ ও মতবিনিময়ের এ সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মার প্রশান্তির কারণ হয়। 'যাতে আমি আপনার অন্তরে দৃঢ়তা দান করি' দ্বারা পর্যাক্রমিকভাবে কুরআন অবতীর্ণের এ রহস্যটি উদঘাটিত হয় যে, এ কার্য ধারাটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকিত অন্তরকে দৃঢ়তা দানের কারণ হয়। এ রহস্যের মধ্যেও মৌলিক দৃষ্টিটি ভালবাসার প্রতি পড়েছে।

আরও ইরশাদ করা হয়েছে,

فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُۥ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿٩٧﴾

কেননা, তিনিই আল্লাহর আদেশে এ কালাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।[১]

এখানেও কুরআন অবতীর্ণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকোজ্জ্বল অন্তরকেই আলোচনার বিষয় ও পট নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মার শক্তি ও কুরআন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ঐ উদ্যম, উদ্দীপনা, সাহস, শক্তি ও দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, খুবই কঠিন ও দুঃখ সময়ের মধ্যেও তার ধৈর্য্যের পা পিছলে যেতনা। মোট কথা, তিনি দৃঢ় সংকল্প ও সাহসের ঐ মহান পর্বত ছিলেন, যা কালের প্রচণ্ড ধূলোঝড়ও উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ পূরণ থেকে হটাতে পারতনা।

কুরআন মজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿١﴾

কাফ, সম্মানিত কুরআনের শপথ।[১]

[১]. আল-কুরআন, আল-বাকারা ২:৯৭

ق বর্ণটি হরুফে মুকাত্তায়াতের অর্ন্তভূক্ত। যার ব্যাপরে অকাট্য ও সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কেউ অবগত নয়। সচরাচর দুজন বন্ধু নিজেদের কথোপকথনে বা পত্র প্রেরণের ধারায় কিছু এমন শব্দ ও ইঙ্গিত ব্যবহার করে, যা তারা ব্যতীত অন্য কেউ বুঝতে সক্ষম নয়। এভাবে কুরআনের বিভিন্ন স্থানেও এমন হরফ ও শব্দাবলী এসেছে, যাকে হরুফে মুকাত্তায়াত বলা হয়। অনেক উলামায়ে কিরাম ও খোদা প্রেমিকরা নিজেদের সূক্ষ্মতা ও জ্ঞান অনুযায়ী সূক্ষ্ম জ্ঞান ও ইলমের সাগরে ডুব দিয়ে হরুফে মুকাত্তায়াতের অর্থ জানার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অকাট্য ও নিশ্চিত রূপে এদের মর্ম বুঝা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সক্ষম নয়।

কাযী আয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপর্যুক্ত আয়াতের পূর্বোক্ত ق বর্ণটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে *আস-শিফা* গ্রন্থে বলেন, এখানে ق বর্ণ দ্বারা উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আত্মা, যার ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা স্বীয় শক্তি ও দৃঢ়তার দিক দিয়েও খুবই মজবুত ছিল। যখন এ আমানতের বোঝা পাহাড়-পবর্ত এবং সমুদ্র-মহাসাগর উঠাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র আত্মাই ছিল, যাকে আল্লাহ তা'আলা দরবার হতে এমন শক্তি, সামর্থ ও দৃঢ়তা দান করা হয়েছিল যে, তেইশ বছরের পবিত্র জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তে তার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করা হত। কিন্তু তিনি কোনরকম বোঝার চাপ অনুভব করতেন না। বরং এ কুরআনের বদৌলতে তাকে অশেষ শক্তি ও দৃঢ়তার ভান্ডার বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লামা ইসমাঈল হক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন,

قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ : أَقْسَمَ بِقُوَّةِ قَلْبِ حَبِيْبِهِ حَيْثُ تَحْمِلُ الْخِطَابُ وَالْمُشَاهِدَةُ وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيْهِ لَعُلُوِّ حَالِهِ.

ইবনে আতা বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুবের অন্তরের শক্তির কসম খেয়েছেন, যা আল্লাহ তা'আলার দিদার ও তার সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভের সত্ত্বেও অচৈতন্যতা ও সংজ্ঞহীনতা থেকে রক্ষিত ছিল।[২]

আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় মাহবুবের কষ্ট পছন্দ নয় (চাই তা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক না কেন)

[১]. আল-কুরআন, কাফ ৫০:১
[২]. রুহুল বয়ান ৯:১০০

আল্লাহ যেন স্বীয় নবীকে বলেছেন, হে পাপ হতে পবিত্র সত্ত্বা ও সমস্ত সৃষ্টির পথ প্রদর্শক! এ কুরআন আপনাকে কষ্টে ফেলার জন্যে নাযিল করা হয়নি।[১]

কুরআন ও বক্ষ উম্মুক্তের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াল্লাম হতে সকল কষ্টের বোঝা দূরীভুত করার জন্যে তাকে অন্তরের প্রশস্ততা ও উম্মুক্ততার প্রাচুর্য দান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি। আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, যা আপনার পিঠকে অতিশয় ভারি করে দিয়েছে।[২]

شرح শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইসপাহানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন,

شَرْحُ الصَّدْرِ أَىْ بَسْطُهُ بِنُوْرٍ إِلَهِيٍّ وَّسَكِيْنَةٍ مِّنْ جِهَةِ اللهِ وَرُوْحٍ مِّنْهُ.

বক্ষে আল্লাহর নূরের প্রশান্তি পাওয়া এবং অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি সৃষ্টি হওয়াকে শরহে সদর বলা হয়।[৩]

আল্লামা মাহমুদ আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

وَقَدْ يُرَادُ بِهِ تَأْيِيْدُ النَّفْسِ بِقُوَّةٍ قُدْسِيَّةٍ وَأَنْوَارٍ إِلَهِيَّةٍ بِحَيْثُ تَكُوْنُ مَيْدَانًا لِمَوَاكِبِ الْمَعْلُوْمَاتِ وَسَمَاءً لِكَوَاكِبِ الْمَلَكَاتِ وَعَرْشًا لِأَنْوَاعِ التَّجَلِّيَاتِ وَفَرْشًا لِسَوَائِمِ الْوَارِدَاتِ فَلَا يَشْغُلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَيَسْتَوِيْ لَدَيْهِ يَكُوْنُ وَكَائِنٌ وَكَانَ.

১. প্রাগুক্ত
২. আল-কুরআন, আশ-ইনশিরাহ ৯৪:১-৩
৩. আল মুফরাদাত ২৫৮

হযরত ইমাম দাহহাক ও মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা হতে বর্ণিত, কুরআন অবতীর্ণের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত তিলাওয়াত ও নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় কেটে দিতেন। এমনকি তার কদম মুবারক ফুলে যেত। (তখন) কাফিররা এই বলে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ রটনা শুরু করে দিল যে, কুরআন শুধুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্টে ফেলার জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়েত হচ্ছে,

فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَامَ وَأَصْحَابُهُ، فَصَلُّوْا، فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ : مَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَّا لِيَشْقَى.

কুরআন অবতীর্ণের পর তিনি এবং তার সাহাবারা কিয়ামুল লাইল হিসেবে (নামাজে কুরআন) তিলাওয়াত করতেন। তখন কাফিররা বলতে লাগল যে, কুরআন তাকে কষ্ট ফেলার জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে।[১]

এ অবস্থায় এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে,

طه ۝١ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ۝٢

তোয়া-হা, আপনাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।[২]

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

اَلطَّاءُ : إِفْتِتَاحُ إِسْمِهِ طَاهِرٌ وَطَيِّبٌ وَالْهَاءُ : إِفتتاح إِسْمِهِ هَادِيٌ.

আল্লাহ তা'আলা এ কুৎস ও বিদ্রুপের জবাব দিতে গিয়ে তার নাম তাহের, তৈয়ব ও হাদি দ্বারা নিয়েছেন।[৩]

কতিপয় উলামায়ে কিরাম ط-এর অর্থ এই শব্দ দ্বারা করেছেন যে,

كَأَنَّهُ يَقُوْلُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا طَاهِرًا مِّنَ الذُّنُوْبِ، يَا هَادِيَ الْخَلْقِ إِلَى عَلَّامِ الْغُيُوْبِ.

১. তাফসীরে কুরতুবী ১১:১৬৭
২. আল-কুরআন, তোয়া-হা ২০:১-২
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১১:১৬৬

শরহে সদর দ্বারা এটি উদ্দেশ্য হবে যে, আত্মা ও মনোজগতকে আল্লাহর শক্তি ও আলো দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত করে দেয়া হয়েছে যে, যাতে তা জ্ঞান ভান্ডারের ক্ষেত্রে বিশাল প্রান্তর এবং যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিপক্ষতার ক্ষেত্রে মহান আকাশ আর জ্যোতি ও আলোর ক্ষেত্রে 'আরশ' বনে যায়। যখন কারো অন্তর এ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তার আধ্যাত্মিক অবস্থা পরিবর্তন করা যায় না। তার নিকট ভবিষ্যত, বর্তমান, অতীত সব একাকার হয়ে যায়।[১]

উপর্যুক্ত আয়াতে প্রশ্নবোধক শব্দটি ইতিবাচক। কেননা, এখানে أ (আলিফ) নেতিবাচক এবং لَمْ শব্দটি না-বোধক। যখন নেকিবাচক বর্ণ না- বোধক শব্দের সাথে আসে, তখন এটি না-বোধককে উঠিয়ে দেয়ার প্রতি নির্দেশ করে। যার ফল হয় ইতিবাচক। তাই একে ইতিবাচক প্রশ্ন বলে আখ্যায়িত করা যায়। যার মধ্যে মেনে নেয়া ও স্বীকার করে নেয়ার অর্থ পাওয়া যায়। আর উদ্দেশ্য প্রকাশে এ হিসেবে أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (আমি কি আপনার বক্ষ উম্মুক্ত করে দেইনি) এর মর্মার্থ হবে, নিঃসন্দেহে আমি আপনার জন্য আপনার বক্ষকে উম্মুক্ত করে দিয়েছি। এ মূলনীতিটি অনুধাবন করার জন্য সূরা ফিলের বরাত দেয়াটা অনভিজ্ঞজনোচিত হবেনা। যার মধ্যে ইরশাদ করা হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ۝

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন।[২]

ওই ঘটনা যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে ঘটেছিল, এ ব্যাপারে আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। 'হে মাহবুব! আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন।' এখানে কথার ভঙ্গিমা নেতিবাচক প্রশ্নবোধের অর্ন্তভূক্ত। যার মর্মার্থ হচ্ছে এটি যে, নিঃসন্দেহে তুমি জান যে, তোমার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কি আচরণ করেছেন।

প্রশ্নবোধক ভঙ্গিমা অবলম্বনের রহস্য

[১]. রুহুল মা'আনী ৩০:১৯১
[২]. আল-কুরআন, আল-ফীল ১০৫:১

একথাটি নিরেট ইতিবাচক পদ্ধতিতেও বলা যেত। কিন্তু তা প্রশ্নবোধক পদ্ধতিতে বর্ণনা করার রহস্য এটি যে, তার উত্তর যেন ইতিবাচক আকারে মাহবুবের প্রিয় ও আদৃত জবান থেকে স্বয়ং শুনা যায়। কেননা, আবশ্যকীয় কোন প্রশ্ন এর উত্তরকে অত্যাবশ্যক করে। তা সত্ত্বেও নেতিবাচক প্রশ্নে প্রকৃত প্রশ্ন থাকেনা। শুধু শব্দগুলো প্রশ্নের আঙ্গিকে হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে বাক্যের একটি অতি পরিচিত প্রাঞ্জলতার নিয়ম। সুতরাং যখন এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে,

'তুমি কি দেখ নাই? তখন বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে উত্তর দিলেন।' 'জি.. হ্যাঁ! হে রব, আমি সব কিছু দেখেছি ও বুঝেছি।' এভাবে উপর্যুক্ত আয়াতে أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ-এর উত্তরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় জবান হতে বলানো উদ্দেশ্য যে, তিনি যেন উত্তরে এ কথার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, 'হ্যাঁ, হে রব! আপনি পূর্ণাঙ্গ স্নেহ ও মুহাব্বতে আমার বক্ষকে আপনার ভেদ, রহস্য ও গোপন তথ্যের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছেন।' কথোপকথনের এ পদ্ধতি, যেরূপ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির উত্তর ইতিবাচকভাবে পাওয়া উদ্দেশ্য হয়। এ পদ্ধতিটি পারস্পরিক হৃদ্যতা, ভালবাসা ও মুহাব্বতকে নির্দেশ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ তা'আলার এ ধরনের সম্বোধন, বস্তুত আশেক তথা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাহবুবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ভালবাসার প্রকাশক।

আল-ইনশিরাহে لك শব্দের মর্মগত গুরুত্ব

আল-ইনশিরাহের এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বের দাবিদার যে, যদি أَلَمْ نَشْرَحْ-এর পর لَكَ শব্দকে যোগ করাও না হত, তবুও বাক্য পূর্ণাঙ্গ হয়ে যেত এবং এর অর্থের মধ্যে কোর ধরনের ত্রুটি ও অস্পষ্টা থাকত না। কিন্তু لَكَ শব্দের যোগের কারণে এর অর্থে একধাপ ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়েছে। যা দ্বারা আয়াতের অর্থের মধ্যে অতিরিক্তভালবাসা সম্পর্কে মৌল উপাদান এসেছে। এর ব্যাখ্যা হবে যে, 'হে মাহবুব! আমি আপনার বক্ষকে আপনার মনঃপুতের জন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছি।' আপনার মনঃপুতের জন্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা চলে আসছে যে, আপনার মন রক্ষার্থে এজন্য উম্মুক্ত করে দিয়েছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। কেননা, আপনার সন্তুটিই প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে অগ্রগণ্য।

বক্ষ উম্মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বক্ষকে উম্মুক্ত করে দেয়ার মধ্যে কোন উদ্দেশ্যটি সক্রিয় ছিল এবং কি পরিমাণ উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল। যেহেতু

আয়াতের মধ্যে বক্ষ উন্মুক্ত করার উদ্দেশ্য ও প্রশস্ততা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু বলা হয়নি। এ নির্ধারণহীনতার ভিত্তিতে এর অর্থ কিছুটা এরূপ হবে যে, হে মাহবুব! আমি, আপনার পবিত্র বক্ষকে এ পরিমাণ খুলে দিয়েছি যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল প্রশস্ততা তাতে সংকুলান হয়ে যাবে। আপনার পবিত্র বক্ষের প্রশস্ততার অনুমান মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধি কবে করতে পারবে? আমি আপনার বক্ষের মধ্যে ঐ সকল ভেদ, রহস্য ও গোপন তথ্যের ভান্ডার সংকুলান ও সমৃদ্ধ করে দিয়েছি, যার বাস্তবতা পযর্ন্ত পৌঁছা কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। لَكَ শব্দ দ্বারা বক্ষ উন্মুক্ত করণের রহস্য খুলে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধু তার দুঃখ-কষ্টের প্রতিষেধক এবং তাঁর পবিত্র আত্মাকে শান্তি ও স্বস্তি দেয়া ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

لَكَ শব্দ যোগ করার আরো দুটি উদাহরণ :

কুরআন মজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমুচ্চ আলোচন বর্ণনাও এ পদ্ধতিতে করা হয়েছে,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।[১]

এখানে বাহ্যত বাক্যের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা সমুচ্চ করে দেয়ার বর্ণনা। কিন্তু এভাবে বলা হয়েছে, 'হে মাহবুব! আমি আপনার আলোচনা আপনার মন রক্ষার্থে সমুচ্চ করে দিয়েছি।' বস্তুত আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার মন রক্ষার্থে কোন কাজ করে ফেলে, তাহলে এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে এটি যে, এর দ্বারা আপনার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য।

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد ﷺ

'চাও কি দু জগতে আল্লাহর সন্তোষ,
তবে আল্লাহ চাই মুহাম্মদের মনোতোষ।'

অন্য স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে এভাবে ইরশাদ করেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

[১]. আল-কুরআন, আল-ইনশিরাহ ৯৪:৪

(হে রাসূল) নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট মহা বিজয় দান করেছি।[১]

অত্র আয়াতেও যদি لَكَ শব্দ যোগ করা না হত, তবুও এর অর্থের মধ্যে কোন অসংগতি থাকত না। কিন্তু لَكَ শব্দ যোগ করা দ্বারা মুহাব্বতের যে স্বাদ সৃষ্টি হয়েছে, এর দ্বারা আয়াতের অর্থ কিছুটা এভাবে বলা যায়, 'হে মাহবুব! আমি আপনার মন রক্ষার্থে বিজয়ের সকল পন্থা উন্মুক্ত করে দিয়েছি।' আর ঐ সময়টিও দূরে নয়, যখন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত ও পশ্চিম প্রান্তে বিজয়ের সকল দ্বার তোমার উম্মতের জন্য খুলে দেয়া হবে। আর সমগ্র বিশ্ব সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে যাবে। এ সুসংবাদ আপনাকে এজন্য শুনানো হচ্ছে, যাতে আপনিসন্তুষ্ট হয়ে যান।

ঈমানদারদের বক্ষ উন্মুক্তের বাস্তবতা

স্বীয় মাহবুবের করুণার বদান্যতায় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ প্রাপ্ত বান্দাদের বক্ষও ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

যেরূপ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ﴿٢٢﴾

আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তো পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত নূরের ওপর রয়েছে।[২]

আল্লাহ তা'আলার বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে যে মুমিন বান্দার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তাকে নূর দ্বারা সফলকাম করে দেয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর নূর দ্বারা তার আভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূর হয়ে যায় তখন তার বক্ষ ঈমানী জ্যোতির উৎস ও প্রকাশস্থল হয়ে যায়।

হাদিসে এ নূরের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে,

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ.

মুমিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় কর, কেননা তারা খোদা প্রদত্ত নূর দ্বারা দেখে।[৩]

এ বাক্যে হযরত শায়খ লুসবাহান বকলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় তাফসীর আরায়িসুল বয়ানে এভাবে লিখেন,

[১]. আল-কুরআন, আল-ফাতাহ ৪৮:১
[২]. আল-কুরআন, যুমার ৩৯:২২
[৩]. সুনানে তিরমিযী ২:১৪৫

يَرَوْنَ الْحَقَّ بِنُوْرِهِ وَيَرَوْنَ مَا دُوْنَ الْحَقِّ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ الثَّرٰى بِنُوْرِهِ.

মুমিন আল্লাহ প্রদত্ত নূর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রূপকদিদার লাভ করে এবং আরশ থেকে নিয়ে ভূঃগর্ভস্থের নিম্ন দেশ পযর্ন্ত সকল বস্তুকে এ নূর দ্বারা অবলোকন করে।[১]

মুমিনকে আল্লাহর পক্ষ হতে নূরের মর্যাদায় ভূষিত করার মর্ম হচ্ছে এটি যে, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে সন্নিকট ও দূরত্বের সকল পার্থক্য নিঃশেষ করে দেয়া হয়। সকল পর্দা অবমুক্ত হয়ে যায়। যার দ্বারা আরশ হতে ভূঃগর্ভস্থের নিম্ন দেশ পযর্ন্ত হাজারো জিনিস তার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। যেদিকে দৃষ্টিপাত করে খোদ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির আলো দ্বারা সত্য ও বাস্তবতাকে দেখে নেয়। এ স্তর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতে অংশগ্রহণকারী একজন মুমিন বান্দার জন্য। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদারলাভের স্তরের বুলন্দি ও উচ্চতার অনুমান কে করতে পারবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের কোমলতা ও নম্রতার বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের কোমলতা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের দয়া ও করুণামূলক স্বভাব তার পবিত্র জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এর আলোচনা কুরআনে এ বাক্য দ্বারা করা হয়েছে,

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ﴿١٥٩﴾

আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।[২]

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুবকে সম্বোধন করে বলছেন যে, আপনার চতুর্পার্শ্বে যে সব (জানবাজ) পতঙ্গের ভীড় জমেছে, এর কারণে আপনার অন্তর খুবই কোমল ও দয়ার্দ্র হওয়া চাই। আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে ঐ সব জানবাজদের (পতঙ্গ) সমাবেশ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানবাজ সাহাবিরা।

কবি গালিবের উক্তি,

[১]. আরায়েসুল বয়ান

[২]. আল-কুরআন, আলে ইমরান ৩:১৫৯

وفاداری بشرط استواداری اصل ایمان ہے۔

দৃঢ়তার সাথে হৃদ্যতা ও বিশ্বাস রক্ষা করা ঈমানের মূল।

এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ছিল। তাদের ভালবাসা ও হৃদ্যতা এ পযার্য়ে ছিল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু যখন ছাওর গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তক মুবারককে নিজের কোলের ওপর রেখে বসেছিলেন, তখন তাকে সাপে দংশন করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাননি।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় বিছানার ওপর, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের রাতে হত্যাস্থলের চেয়ে কম ছিলনা, এ জন্য শুয়ে পড়েছিলেন যে, যেন কাফিরদের মনোযোগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের দিকে না যায়। তারা হামলা করলে তা আলীর প্রাণের ওপর করুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত গোলাম ও জানবাজ সাহাবিরা তার ইঙ্গিতে নিজেদের প্রাণ-দেহ সবকিছু বিসর্জন দেয়া ঈমানের মূল ও জীবনের সারবস্তু মনে করতেন। প্রাণ উৎসর্গ ও জানবাজীর এ চেতনা ও প্রেরণা তাদের মধ্যে কোথায় থেকে এসেছিল। শুধু এ কথায় যে, আল্লাহ ওয়ালারাই সেবা ও নেতৃত্বের অধিকারী।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার সমুচ্চতা ও কুরআন

এ বিশ্বক্ষাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা স্বীয় হাবিবের আলোচনাকে এ মাটির ভূবনে সমুচ্চ করার বর্ণনা কুরআন মজিদে পূর্ণাঙ্গ মুহাব্বতের সাথে করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।[১]

এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য বাস্তবতা যে, সময়ের গতি প্রবাহের সাথে সাথে তার আলোচনা হ্রাসের পরিবর্তে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও সত্য বিদ্বেষী ও ইসলামের শত্রুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও সমচ্চতাকে হ্রাস করতে এবং তার ভালবাসার চিত্র (মুমিনদের) অন্তর হতে মিটিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু

[১]. আল-কুরআন, আল-ইনশিরাহ ৯৪:৪

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

নিঃশেষ হয়নি, নিঃশেষ হবেও না কখনো তোমার জীবনচরিত চর্চা।

হযরত আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ؛ إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ : أَتَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قُلْتُ : اللهُ تعالى أَعْلَمُ، قال : إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيْ.

আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বলেছেন এবং জানতে চেয়েছেন যে, আপনি যেন বলেন, আল্লাহ কিভাবে আপনার আলোচনাকে বুলন্দ করেছেন। আমি বললাম, আল্লাহই ভাল জানেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, (হে হাবিব! আলোচনার সমুচ্চতা হচ্ছে এই) যখন আমার আলোচনা করা হবে, তখন তোমারও আলোচনা করা হবে।[১]

যতদিন পযর্ন্ত এ বিশ্ব টিকে থাকবে, ততদিন পযর্ন্ত আমার ও আমার হাবিবের যিকির চালু থাকবে।

হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত রেওয়ায়তের ভাষা হচ্ছে এই,

فَلَا إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِيْ.

যখন আমার আলোচনা করা হবে, তখন এর সাথে অবশ্যম্ভাবিভাবে তোমারও আলোচনা করা হবে।[২]

এ রেওয়ায়তটি এভাবে বর্ণিত যে,

جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِنْ ذِكْرِي، فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِيْ.

তোমার আলোচনা ব্যতীত আমার আলোচনা কল্পনাও করা যায়না।[৩]

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪:৫২৪
২. প্রাগুক্ত
৩. আস শিফা ১:২৪

ইমাম রাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সমুচ্চত যিকিরের পদ্ধতিসমূহ হতে একটি পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন,

فَالْقُرَّاءُ يَحْفِظُوْنَ أَلْفَاظَ مَنْشُوْرِكَ، وَالْمُفَسِّرُوْنَ يُفَسِّرُوْنَ مَعَانِيَ فُرْقَانِكَ، وَالْوَعَّاظُ يُبَلِّغُوْنَ وَعْظَكَ بَلْ الْعُلَمَاءُ وَالسَّلَاطِيْنَ يَصِلُوْنَ إِلَى خِدْمَتِكَ، وَيُسَلِّمُوْنَ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ عَلَيْكَ، وَيَمْسِحُوْنَ وُجُوْهَهُمْ بِتُرَابِ رَوْضَتِكَ، وَيَرْجُوْنَ شَفَاعَتَكَ، فَشَرَّفَكَ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

পাঠকরা আপনার নির্দেশনামার (কুরআন-হাদিস) শব্দাবলী সংরক্ষণ করবে, মুফাসসিরীনরা কুরআনের অর্থ স্পষ্ট করবে এবং মুবাল্লিগীনরা তার তাবলীগের জিম্মাদার হবে। কিন্তু সমস্ত উলামায়ে কিরাম ও রাজা-বাদশারা তার মহান দরবারে দরূদ পেশ করবে, তার দারজার চৌকাঠে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম নিবেদন করবে, তার পবিত্র রাওযা মুবারকের মাটিকে চোখের সুরমা বানাবে এবং তার শাফায়াতের আশাবাদী হবে। এভাবে তার মান-মর্যাদা কিয়ামত পযর্ন্ত বাকী থাকবে।[১]

সুতরাং وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ-এর এ ঘোষণা ঈমানদারদের পক্ষ হতে এ কথার দাবিদার যে, তারা যেন লাগাতার ও অধিকহারে রাত-দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসিত সত্তার আলোচনা করে, তার মাহাত্ম্য-বৈশিষ্ট ও আখলাক-চরিত্রের আলোচনা করে, তার জীবন চরিত ও অবকাঠামো বর্ণনা করে এবং তার স্বরণে তাদের দিবা-রাত্রিকে সজ্জিত করে। এ সব কিছু জ্ঞান ও গবেষণার রীতিতেও হতে পারে এবং ভালবাসা ও হৃদ্যতার বর্ণেও হতে পারে। কেননা, উভয়টি আল্লাহ তা'আলার অবলম্বিত পদ্ধতি।

প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানের তত্ত্ব লাভ হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ইশক-প্রেমের তত্ত্ব। প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে মস্তিস্কের সতেজতা লাভ হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে আত্মার জীবন সঞ্চার হয়। প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে মেধায় জ্ঞান-বুদ্ধির প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে অন্তরে ইশক-প্রেমের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে আমলে চমক ও জ্যোতি লাভ হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ঈমানে রসদ ও আহার জুটে। প্রথম পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলাম বিজ্ঞতা ও কৌশল লাভ করে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে ইশক-প্রেম।

১. তাফসীরে কাবির ৩২:৫-৬

যতক্ষণ পযর্ন্ত তালিম ও তাবলিগী পদ্ধতির সাথে সাথে ইশক- মুহাব্বতের উপাদান শামিল হবেনা, (ততক্ষণ পযর্ন্ত) কথা অপূর্ণাঙ্গ, নিশ্চল ও প্রভাবহীন থেকে যাবে।

হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি ও কুরআন

আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন। অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[১]

উপর্যুক্ত আয়াতে বিশ্বব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা ও প্রভু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিকে যে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাকে উদারতা ও মহানুভবতার মাহাত্ম্য দ্বারা যেভাবে সম্মানিত করা হয়েছে, তা বর্ণনাতীত। তা সত্ত্বেও কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হচ্ছে।

মদিনায় হিজরতের পর কিছু দিন পযর্ন্ত মুসলমানদের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। তার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্খা ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে কাবাকে কিবলা স্বীকৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের হুকুম দিতে গিয়ে বলেন,

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ ۝

অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন, এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন।[২]

চিন্তা করুন, কিবলা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত সুন্দর ও স্পষ্ট পন্থায় বললেন যে, আমি কিয়ামত পযর্ন্ত এ কিবলাকে নির্ধারণ করে দিয়েছি যা আপনার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দনীয়।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন হানাফীয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আলীর রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

১. আল-কুরআন, আদ-দোহা ৯৩:৫
২. আল-কুরআন, বাকারা ২:১৪৪

এতে আল্লাহর করুণা ও দয়া উদ্দীপ্ত হয়ে গেল এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বললেন,

إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَقُلْ لَهُ أَنَا سَنَرْضِيكَ فِيْ أُمَّتِكَ.

আমার মুহাম্মদের নিকট গিয়ে আমার এ সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমি তাকে উম্মতের মুআমালায় অবশ্যই সন্তুষ্ট করব।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের জন্য সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াত

উক্ত আয়াতে মুসলিম উম্মার জন্য আনন্দদায়ক সুসংবাদ রয়েছে। একদিন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ইরাকী আলেমদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ أَرْجِيْ آيَةً فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ﴾. قَالُوْا : إِنَّا نَقُوْلُ ذَلِكَ.

তোমরা কি আল্লাহর তা'আলার এ আয়াতকে সর্বাধিক আশাপ্রদ মনে কর? আর তা হলো 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ আপনার আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না'। তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা তাই মনে করি।[৩]

তিনি (হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন,

وَلَكِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ نَقُوْلُ : إِنَّ أَرْجَىْ آيَةً فِيْ كِتَابِ اللهِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾.

কিন্তু আমরা আহলে বাইতগণ এ আকীদা পোষণ করি যে, 'আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন। অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন'র চেয়ে কুরআনে অধিক আশাপ্রদ কোন আয়াত নেই।[৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদের জন্য এ আয়াতটি সর্বাধিক আশাপ্রদ হবেনা কেন? ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

১. রূহুল মা'আনী ১৫:১৮৫
২. প্রাগুক্ত
৩. তাফসীরে কুরতুবী ১০:৯৬
৪. প্রাগুক্ত

إِذَا وَاللهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِيْ فِي النَّارِ.

এখন, আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পযর্ন্ত সন্তুষ্ট হবনা, যতক্ষণ পযর্ন্ত আমার একজন উম্মতও দোযখে থাকবে।[১]

কুরআনী শিক্ষার বুনিয়াদী দর্শন

কুরআন মজিদের শিক্ষা মুসলিম উম্মাহর জন্য যে জীবনপথ ও আমলের নির্দেশনামা নির্ধারণ করেছেন, এর মৌলিক সূক্ষ্ম ও দর্শন হচ্ছে, সত্যা পথের দিশারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তোষ অর্জন করা। এ সূক্ষ্মতাকে খুবই স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে চায়, তাহলে সে যেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিকে প্রত্যেক জিনিসের ওপর প্রাধান্য দেয়। কেননা, তার হাবিবের সন্তুষ্টি বাস্তবিক পক্ষে তারই (আল্লাহ) সন্তুষ্টি।

উভয় জগতে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও?

জেনে নাও, আল্লাহর সন্তোষ লাভ সকল সৃষ্টিজগতের মুখ্যউদ্দেশ্য ও কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং এখনও আছে। সকল আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম এ পথেরই পথিক ও অভিযাত্রী ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ এবং তার বিধানাবলী অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। কুরআন মজিদে বিভিন্ন নবীদের যে দোআসমূহ নকল করা হয়েছে, তম্মধ্যে একটি দোআ প্রায় প্রত্যেক নবী আল্লাহর দরবারে এ ভাষায় করেছেন,

وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ ﴿١٩﴾

এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি।[২]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেরূপ মহাননবী যার শাসনের দাপট ও প্রতাপ পৃথিবীর বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আল্লাহর দরবারে অনুনয়-বিনয় ও ক্রন্দনস্বরে এ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কাজ করার তাওফীক দান করুন, যার দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। تَرْضَاهُ (আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান) শব্দের দ্বিত্ত ব্যবহার তার জীবনের অন্যতম অংশ ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার মাহাত্ম্য এরূপ ছিল যে, تَرْضَاهُ শব্দটি

১. প্রাগুক্ত
২. আল-কুরআন, আন-নামল ২৭:১৯

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেরূপ কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করা হয়েছে,

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ﴿١٤٤﴾

অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন।[১]

এখানে এ বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগি যে, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, কিবলা পরিবর্তনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটি যে, আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও বদান্যতার ধারাবাহিকতা কি পরিমাণ প্রসারিত হবে, এর পরিসীমা নির্ণয় করা কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এতটুকু অবশ্যই বুঝা যায় যে, আল্লাহর দৃষ্টি সর্বদা স্বীয় হাবিবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধিত ছিল। নিমোক্ত হাদিসেকুদসীর বাক্যাবলীও এ অর্থের প্রতি নির্দেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا مُحَمَّدُ! كُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِضَايِ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ.

হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু আমার সন্তুষ্টি কামনা করে, আর আমি তোমারই সন্তুটি কামনা করি।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কার্য সম্পাদন ও উল্লিখিত আয়াত

যেরূপ প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে যে, মদিনা তাইয়িবার প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করত। এতে ইহুদীরা উপহাস করত যে, মুসলমানরা আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কিবলার দিকে নামাজ পড়ে। যদি আমরা না হতাম, তাহলে তারা কিবলার সংবাদ পেতনা। এরা অচিরেই আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নিবে। (এ কথা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অসহ্য বোঝা হয়ে গেল এবং তিনি কিবলা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলেছেন,

وَدَدْتُ أَنَّ اللهَ صَرَّفَنِيْ عَنْ قِبْلَةِ الْيَهُوْدِ.

১. আল-কুরআন, আল-বাকারা ২:১৪৪
২. তাফসীরে কাবির: ২:৩৮৭

إِذَا وَاللهِ لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِيْ فِي النَّارِ.

এখন, আল্লাহর কসম! আমি ততক্ষণ পযর্ন্ত সন্তুষ্ট হবনা, যতক্ষণ পযর্ন্ত আমার একজন উম্মতও দোযখে থাকবে।[১]

কুরআনী শিক্ষার বুনিয়াদী দর্শন

কুরআন মজিদের শিক্ষা মুসলিম উম্মাহর জন্য যে জীবনপথ ও আমলের নির্দেশনামা নির্ধারণ করেছেন, এর মৌলিক সূক্ষ্ম ও দর্শন হচ্ছে, সত্যা পথের দিশারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তোষ অর্জন করা। এ সূক্ষ্মতাকে খুবই স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করতে চায়, তাহলে সে যেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিকে প্রত্যেক জিনিসের ওপর প্রাধান্য দেয়। কেননা, তার হাবিবের সন্তুষ্টি বাস্তবিক পক্ষে তারই (আল্লাহ) সন্তুষ্টি।

উভয় জগতে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও?

জেনে নাও, আল্লাহর সন্তোষ লাভ সকল সৃষ্টিজগতের মুখ্যউদ্দেশ্য ও কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং এখনও আছে। সকল আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম এ পথেরই পথিক ও অভিযাত্রী ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তোষ লাভ এবং তার বিধানাবলী অনুসরণ করা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। কুরআন মজিদে বিভিন্ন নবীদের যে দোআসমূহ নকল করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি দোআ প্রায় প্রত্যেক নবী আল্লাহর দরবারে এ ভাষায় করেছেন,

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴿١٩﴾

এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি।[২]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যেরূপ মহাননবী যার শাসনের দাপট ও প্রতাপ পৃথিবীর বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আল্লাহর দরবারে অনুনয়-বিনয় ও ক্রন্দনস্বরে এ ভিক্ষা প্রার্থনা করেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন কাজ করার তাওফীক দান করুন, যার দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। تَرْضَاهُ (আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান) শব্দের দ্বিত্ত ব্যবহার তার জীবনের অন্যতম অংশ ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসার মাহাত্ম্য এরূপ ছিল যে, تَرْضَاهُ শব্দটি

১. প্রাগুক্ত
২. আল-কুরআন, আন-নামল ২৭:১৯

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেরূপ কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করা হয়েছে,

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ﴿١٤٤﴾

অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন।[১]

এখানে এ বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগি যে, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, কিবলা পরিবর্তনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এটি যে, আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও বদান্যতার ধারাবাহিকতা কি পরিমাণ প্রসারিত হবে, এর পরিসীমা নির্ণয় করা কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এতটুকু অবশ্যই বুঝা যায় যে, আল্লাহর দৃষ্টি সর্বদা স্বীয় হাবিবের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টির দিকে নিবদ্ধিত ছিল। নিমোক্ত হাদিসেকুদসীর বাক্যাবলীও এ অর্থের প্রতি নির্দেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا مُحَمَّدُ! كُلُّ أَحَدٍ يَطْلُبُ رِضَايِ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ.

হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু আমার সন্তুষ্টি কামনা করে, আর আমি তোমারই সন্তুটি কামনা করি।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কার্য সম্পাদন ও উল্লিখিত আয়াত

যেরূপ প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে যে, মদিনা তাইয়িবার প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দিসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করত। এতে ইহুদীরা উপহাস করত যে, মুসলমানরা আমাদের ধর্মের বিরোধিতা করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কিবলার দিকে নামাজ পড়ে। যদি আমরা না হতাম, তাহলে তারা কিবলার সংবাদ পেতনা। এরা অচিরেই আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে নিবে। (এ কথা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অসহ্য বোঝা হয়ে গেল এবং তিনি কিবলা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলেছেন,

وَدَدْتُ أَنَّ اللهَ صَرَّفَنِيْ عَنْ قِبْلَةِ الْيَهُوْدِ.

১. আল-কুরআন, আল-বাকারা ২:১৪৪
২. তাফসীরে কাবির: ২:৩৮৭

আমি আকাঙ্ক্ষা করি যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমার কিবলা পরিবর্তন করে দেন।

হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আরজ করলেন,

أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكَ وَأَنْتَ كَرِيْمٌ عَلَى رَبِّكَ فَادْعُ رَبَّكَ وَسَلْهُ.

হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমিও আপনার মত একজন আল্লাহর বান্দা। আর আপনি আল্লাহর দরবারে সম্মানিত, সুতরাং আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করুন।[১]

অর্থাৎ আমি একজন নির্দেশ প্রাপ্ত বান্দা এবং আপনি হলেন প্রিয় বান্দা। আমি শুধু মান্যকারী আর আপনি মান্যকারী ও অপরকেও মানাতে বাধ্যকারী। আল্লাহ তা'আলা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করেন।

এ কথাটি বলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসমানে উঠে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের নিয়ত বাঁধলেন আর কিবলা পরিবর্তনের হুকুম আসার আকাঙ্খায় চেহারা মুবারককে তুলে বার বার আসমানের দিকে তাকালেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বীয় মাহবুবের এ ভঙ্গিমার ওপর প্রীতি এসে গেল এবং বললেন,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ﴿١٤٤﴾

আমি আপনাকে আসমানের দিকে বার বার মুখ ফিরাতে দেখি, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন, এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন।[২]

কিবলা পরিবর্তনের হুকুম এতদভিন্ন অন্য পন্থায়ও সম্ভব ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্য সম্পাদন কতই না পছন্দ যে, তিনি কিবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বীয় মাহবুবের এ কার্যটিও কিয়ামত পযর্ন্ত সংরক্ষণ করে দিলেন। যাতে কিবলা পরিবর্তনের সাথে সাথে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ পরিবর্তন মাহবুবের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে।

১. রুহুল বয়ান ১:২৫১
২. আল-কুরআন, বাকারা ২:১৪৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কার্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু

উপর্যুক্ত আয়াতে শুধু তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা মুবারক অবলোকন করার আলোচনা রয়েছে। অন্য স্থানে কুরআন সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তার প্রত্যেক কাজ ও প্রত্যেক আমল আল্লাহ তা'আলার মনোনিবেশের কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾

যদি তারা আপনার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর তা থেকে আমি মুক্ত। আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর (খোদা) ওপর। (ওই আল্লাহ) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাজে) দণ্ডায়মান হন এবং (যখন লোকসমক্ষে) নামাজীদের সাথে উঠাবসা করেন।[১]

অর্থাৎ হে মাহবুব! আপনি স্বীয় মাওলায়ে করিমের ওপর ভরসা করুন, যার করুণার দৃষ্টি সর্বদা আপনাকে দেখতে থাকে। আপনার জীবনের কোন মুহূর্তও এমন নয়, যা আমার বিশেষ দয়া ও মেহেরবাণীর দ্বারা সম্মানিত হয়নি। এমনকি যখন উঠা-বসা কর, তখন আমি তোমার উঠা-বসাকেও দেখে থাকি।

এখানে قيام (দণ্ডায়মান হওয়া) ও تقلب (উঠা-বসা করা) দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে মুফাসসিরীনদের একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায়। এর মধ্যে থেকে কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে,

হযরত মুকাতিল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত,

يَعْنِيْ بِرَاكَ حِيْنَ تَصَلِّى وَحَدَكَ وَحِيْنَ تَصَلِّى مَعَ الْمُصَلِّيْنَ فِى الْجَمَاعَةِ.

অর্থাৎ আপনি তখনো মেহেরবাণী দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, যখন এককভাবে নামাজ আদায় করেন এবং তখনো, যখন স্বীয় গোলামদের ইমামতী করেন।[২]

১. আল-কুরআন, আশ-শুআরা ২৬:২১৬-২১৯
২. তাফসীরে মাযহারী ৭:৮৬

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন,

تُقَلِّبُكَ فِيْ صَلَاتِكَ فِيْ حَالِ قِيَامِكَ وَرُكُوْعِكَ وَسُجُوْدِكَ وَقُعُوْدِكَ.

নামাজে আপনার কিয়াম, রুকু, সিজদা ও বৈঠক আমার দৃষ্টিতে রয়েছে।[১]

কতিপয় ওলামায়ে কিরাম এ আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ হওয়ার বিধান নিঃশেষ হয়ে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহরীর সময় (সুবহে সাদিকের পূর্ববর্তী সময়) নিজের প্রশিক্ষণাধীন গোলামদেরকে দেখতে গেলেন যে, তারা কি আজকে আরামে ঘুমাচ্ছেন নাকি স্বীয় প্রকৃত মাবুদের ইবাদতে নিমগ্ন আছেন?

فَوَجَدَهَا كَبُيُوْتِ النَّحْلِ لَمَّا سَمِعَ لَهَا مِنْ دَنْدَنَتِهِم بِذِكْرِ اللهِ وَالتِّلَاوَةِ.

তিনি যে সাহাবির ঘরের নিকট দিয়ে যেতেন, (তা হতে) তেলাওয়াতে কুরআন ও আল্লাহর যিকিরের আওয়াজ এভাবে শুনতে পেতেন, যেরূপ মৌচাক হতে মৌমাছির গুনগুন শব্দ আসে।[২]

ইমাম আবু নায়ীম হযরত ইবনে আব্বাসের রাদিআল্লাহু আনহু সূত্রে উপর্যুক্ত আয়াতের মর্মার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, تقلب দ্বারা উদ্দেশ্য تَنَقُّلُ فِى الْاَصْلَابِ (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর তার পিতৃপুরুষদের ঔরসে স্থানান্তরিত হওয়া)।

اَلتَّقَلُّبُ فِى السَّاجِدِيْنَ التَّنَقُّلُ فِى إِصْلَابِهِمْ حَتَّى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

যখন তার নূর একের পর এক পর্যায়ক্রমে তার পিতৃ পুরুষদের ঔরসে স্থানান্তরিত হচ্ছিল, তখনও তার পালনকর্তা তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে ছিল।[৩]

উপর্যুক্ত আয়াতে দ্বারা তার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের কিয়াম, রুকু ও সিজদার উদ্দেশ্য হোক বা শুধু কিয়াম, তাঁর সাহাবাদের নিকট তাশরিফ নিয়ে যাওয়াটা হোক বা তাঁর পবিত্র নূর বরকতময়গর্ভ ও ঔরসে স্থানান্তরিত হওয়াটা হোক,

১. প্রাগুক্ত
২. তাফসীরে মাযহারী ৭:৮৬
৩. রুহুল মা'আনী ১৯:১৩৭

সকল অবস্থা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মনোযোগ লাভের কেন্দ্রবিন্দু। আর আল্লাহ তা'আলার মনোনিবেশ ও বিশেষ দৃষ্টিলাভ তারই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টি সবর্দা স্বীয় মাহবুবের দিকে নিবদ্ধিত

ইসলামের শত্রুদের কর্তৃক রাত-দিন হৃদয়বিদীর্ণ কটুবাক্য, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস ও মিথ্যা প্রপাগণ্ডায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাবে বিমর্ষতা ও বিষণ্নতা সৃষ্টি হওয়া এবং তাওহীদ ও রিসালতের দাওয়াতের প্রতি মিথ্যারোপ দ্বারা তার পবিত্র বক্ষে ভঙ্গুরতা ও দুর্বলতা আসাটা ছিল স্বভাব সিদ্ধ বিষয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাহবুবকে প্রশান্তি দিলেন যে, কাফির ও মুশরিকদের অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা দ্বারা যেন অন্তর দুঃখিত ও বিষণ্ন না হয়। আমি খুব ভালই জানি যে, তাদের এ কার্য আপনাকে কতই পীড়া দিচ্ছে। স্বীয় মাহবুবকে প্রশান্তি ও শান্তনা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

আর (হে রাসূল) আমি জানি যে, আপনি তাদের কথা বার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন।[১]

তিনি যে মহান মিশনের জিম্মাদারী নিয়ে এসেছিলেন, এর পথে প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিবন্ধকতার পাহাড় ছিল। কাফির-মুশরিকরা অবিরত কুৎসা ছড়ানো ও দুর্নাম রটানো দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদৃত অন্তরকে আঘাত দিত। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা প্রীতিপূর্ণ পন্থায় শান্তনা দিচ্ছেন যে, হে হাবিব! এ হতভাগাদের কথায় ভীত হয়োনা। দৃঢ় সংকল্প, সাহস ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাও। আমার দৃষ্টি সবর্দা তোমার প্রতি নিবদ্ধিত।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴿٤٨﴾

আপনি তো আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন।[২]

স্বীয় মাহবুবকে সবরের দীক্ষা এ বলে দেয়া হচ্ছে যে, আমার দৃষ্টি সবর্দা তোমার প্রতি নিবদ্ধিত। ইসলামের উজ্জ্বলতা ও উন্নতির জন্য তুমি যে ধরনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ এবং দুশমনদের বিদ্রুপ, উপহাস, কটু ও তিক্তকথা সহ্য করেছ,

১. আল-কুরআন, আল-হিজর ১৫:৯৭
২. আল-কুরআন, আত-তুর ৫২:৪৮

সবকিছু আমার দৃষ্টির সামনে আছে। দ্বীনের তাবলীগের জন্য আপনার রাত-দিন শ্রম-সাধনা, ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা ও ফিতনা-ফাসাদ যেরূপ তারা আপনি ও আপনার সাথীদের ওপর যুলুম-নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়েছে, সবকিছু আমার নযরে আছে। فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا আয়াতাংশটি কুরআনের ঐ আনন্দদায়ক সুসংবাদ, যদ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিম্মত ও সাহস সংহত করা হয়েছে, তার ধৈর্য ও সবরের আঁচল সংযত রাখা হয়েছে এবং তার পয়গাম্বরীসূলভ চেষ্টা-সাধনাকে নির্ভীকভাবে চালু রাখা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র পৃষ্ঠদেশের আলোচনা

কুরআন মজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় পৃষ্ঠদেশেরও আলোচনা করেছেন। যার ওপর নবুয়তের দায়িত্ব ও মহান পয়গাম্বরীজিম্মাদারীর বোঝা ছিল। যা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ মেহেরবাণী ও দয়ায় লঘু করে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, যা ছিল আপনার পৃষ্ঠদেশের ওপর অতিশয় দুঃসহনীয়।[১]

এখানে এ চিত্তাকর্ষী সুসংবাদ শুনানো হয়েছে যে, ইসলামের মহান মিশনকে সফলতা দ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধন করার জন্য যে বোঝা তার স্বীয় পবিত্র পৃষ্ঠদেশের ওপর উত্থিত ছিল, তা আমি করুণা ও মুহাব্বতের দৃষ্টিতে লঘু করে দিয়েছি। যার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সাধন ও দ্বীন প্রচারের জন্য সহজতা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

কুরআন মজিদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথোপকথনের আলোচনা

কুরআন মজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-বার্তা, কথোপকথন ও চিন্তা-ভাবনার আলোচনাও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩

নিশ্চয় কুরআন সম্মানিত রাসূলের আনীত বাণী।[১]

[১]. আল-কুরআন, আনশিরাহ : ৩,৪

আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে অবতরণের দিক দিয়ে শব্দগত ও অর্থগত নিরেট আল্লাহর কালাম এবং আত্মপ্রকাশের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কালাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ মহান আল কুরআন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তেইশ বছরের নবুয়তিজীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকোজ্জ্বল অন্তরের ওপর নাযিল করা হয়েছে। যা তিনি সত্যপ্রকাশের দ্বারা উম্মতদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালতের দায়িত্ব কতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কথাকে রাসূলের কথা বলে অভিহিত করেছেন। এতপর মানব মস্তিস্ক হতে এই সংশয়-সন্দেহ ও অস্পষ্টতা দূর করার জন্য যে, 'পূর্ণাঙ্গ মানব হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাকে যেন সাধারণ মানবের কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল করা না হয় সুস্পষ্ট পন্থায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমার রাসূল প্রবৃত্তির তাড়নায় একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। বরং যা বলেছেন আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে বলতেন।

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।[২]

আয়াতের মধ্যে এভাবে সকল রকমের ধারণা ও সন্দেহ রদ করে দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব তো বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। যা কিছু বলেন তা নিরেট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে বলেন। এতটুকু প্রার্থক্য রয়েছে যে, যদি প্রত্যাদেশ বা ওহী হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ হত, তবে তাকে কুরআন বলা হত। আর যদি জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যম ব্যতীত হত, তাহলে তাকে হাদিস বলা হত। ওহীর প্রথম প্রকারকে ওহীয়ে জলী (স্পষ্ট ও সুউজ্জ্বল ওহী) ও ওহীয়ে মাতলো (যা তেলাওয়াত করা হয়) এর স্তর দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ওহীয়ে খাফী (সাধারণত যা সূক্ষ্ম) ও ওহীয়ে গায়রে মাতলো (যা সাধারণত তিলাওয়াত করা হয়না) এর স্তর দেয়া হয়েছে। যা হোক, তার প্রত্যেক কথা সর্বাবস্থায় ওহী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, তাতে প্রবৃত্তিক তাড়নার কোন ভূমিকা নেই। এখানে এ বিষয়টি মনস্থির করে নেয়া প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[১]. আল-কুরআন, তাকবীর : ১৯
[২]. আল-কুরআন, আন-নাযম ৫৩:৩-৪

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য কথা মুখ হতে নির্গমনের মধ্যে কোন একটি ভুল শব্দও বের হওয়া অসম্ভব। এ কথাটি স্বস্থানে বিদিতি যে, তিনি মানবসমাজে খুবই সমৃদ্ধজীবন অতিবাহিত করেছেন। যার কারণে রাত-দিন নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের বিষয়াদিও মাসায়েল তার সামনে আসত। যেগুলো পরস্পর শলা-পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করা হত। কিন্তু এ বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াতের আলোকে স্থিরকৃত যে, তার বরকতময় মস্তিস্ক হতে প্রকাশিত সকল কথা আল্লাহর ওহী ছিল। তাই তিনি শুধু সত্য নয়, বরং তিনি ছিলেন সত্যের মাপকাঠি। তার প্রতিটি কথায় আল্লাহর ইচ্ছা ও আকাঙ্খা সক্রিয় থাকত। আল্লামা রুমী বলেন,

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

'তার কথা আল্লাহরই কথিকা,
যদিও তাতে রয়েছে বান্দার ভূমিকা।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম বস্তুত আল্লাহরই কর্ম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক কথা কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর ওহী হওয়াটা প্রমাণিত ও স্থিরকৃত বিষয়। কুরআন তো তার কর্মকে আল্লাহর কর্ম বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। যেরূপ ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴿١٠﴾

যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে।[১]

অত্র আয়াতে বাইআতে রিদওয়ানের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে ঐ সকল সাহাবায়েকিরামদের ব্যাপারে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইআত হয়েছিলেন, ইরশাদ হয়েছে যে, হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিঃসন্দেহে তারা তোমার হাতে বাইআত হয়েছেন। কিন্তু ঐ হাত তোমার নয় বরং আল্লাহরই হাত।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুষ্ঠিভরে বালি নিয়ে কাফির-মুশরিকদের বিশাল দলের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। তন্মধ্যে যার যার

[১]. আল-কুরআন, আল-ফাতাহ ৪৮:১০

ওপর এ বালি পড়েছে, তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কংকর নিক্ষেপের এ কাজটি দৃশ্যত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে নিম্নোক্ত বাক্যবলী দ্বারা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে নিলেন,

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ﴿١٧﴾

আর (হে হাবিব) তুমি মাটির মুষ্ঠি (শত্রুদের প্রতি) নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করছিলে। বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং।[১]

বস্তুত ঐ হাত, যার দ্বারা কংকর নিক্ষেপের কাজটি সাধিত হয়েছিল, তা নীতিগতভাবে আল্লাহর হাত বলে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে।

রাসূলে উম্মীর প্রকৃত শিক্ষক আল্লাহ

এটি সর্বজনগ্রাহ্য বাস্তবতা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মী ছিলেন। আর তিনি শিক্ষা লাভের জন্য কোন শিক্ষকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাকে সমস্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব জ্ঞানের ভান্ডার সঠিকভাবে দান করেছিলেন। কুরআন করিমে তার উম্মী হওয়ার এ রহস্যটি বর্ণনা করা হয়েছে,

وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

(তিনি) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। (কেননা) এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।[২]

তাকে উম্মী হিসেবে রাখার মধ্যে রহস্য ছিল এটি যে, এমন যেন না হয়, কেউ এ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কাছ থেকে শিখে এ কিতাবটি নিজে লিখেছেন। যখন অবস্থা এরূপ হল যে, তিনি কোন শিক্ষক বা মক্তব অথবা মাদরাসা হতে শিক্ষা লাভ করেননি, তার শিক্ষাদাতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। তাই এ কথা মেনে নেয়ার মধ্যে কোন চিন্তা-ভাবনা করা উচিত নয় যে, তিনিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যের প্রতিনিধি এবং তার ওপর অবতীর্ণ সংবাদ সত্যের ডকুমেন্ট।

নবী চরিত বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিষ্টাচারিতার শিক্ষাদান

কুরআন মজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের আদব

[১]. আল-কুরআন, আল-আনফাল ৮:১৭
[২]. আল-কুরআন, আল-আনকবুত ২৯:৪৮

বজায় রাখার শিক্ষাদান করেছেন এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যেন তাকে সাধারণ মানব মনে করে উচ্চ আওয়াজে আহবান না করে। যেরূপ তারা দৈনন্দিন জীবনে একে অপরকে ডাকতে অভ্যস্ত। যারা এরূপ করে তাদেরকে কুরআন মজিদ খুবই কড়া ভাষায় ধমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছেন। ইরশাদ করা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচস্বরে কথা বলনা। এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতদেরকে স্বীয় মুনিবের শিষ্টাচারিতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের আওয়াজও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নীচু রাখে। এমন যেন না হয় যে, তাদের আমল এ সামান্য ভূলের কারণে ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তারা তা টেরও না পায়। শামায়েলের অধ্যায়ে কুরআন মজিদ এই মৌলিক সূক্ষ্মতাকে মনস্থির করাতে চাই যে, ঈমানদারদের অন্তরে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্টাচারিতা পূর্ণমাত্রায় গেড়ে বসে। আর তাঁরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান সত্ত্বার সম্মান ও মর্যাদাকে উম্মুক্তচিত্তে নিজেদের জীবনের রীতি-নীতি, অভ্যাস ও নিদর্শন বানিয়ে নেয়। ইশক-মুহাব্বতের ঐ মর্যাদা যেখানে জুনাইদ বাগদাদী ও বায়েজিদ বোস্তামীকেও এ দরবারে সম্পূর্ণ শিষ্টাচার ও নিরব-নিস্তব্ধ দেখা গেছে। প্রত্যেক মুমিনদের জন্য তা ঈমানের মূল কেন্দ্র ও মেরুদণ্ড হওয়া উচিৎ।

ادب گاہیست زیر از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

'আদবশালা আকশের নিচে আরশের চেয়েও সুন্দর,
জুনাইদ ও বায়েজিদের অন্তর হারিয়ে ফেলে এর অন্দর।

[১]. আল-কুরআন, আল-হুজুরাত ৪৯:২

লেখক পরিচিতি

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আলকাদেরী পাকিস্তানের জং শহরে ১৯৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম স্থানে পাস করে নতুন এক রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি এই সুবাদে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য নাম্বার পেয়ে তিনি একই ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি পাস করেন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি তাঁকে 'ইসলামে শান্তি : এর প্রকার ও দর্শন' শীর্ষক বিষয়ের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

তিনি মুসলিম বিশ্বের মহান রূহানী ব্যক্তিত্ব, ওলীদের আদর্শ পুরুষ সাইয়িদুনা তাহের আলাউদ্দীন আল-কাদেরী আল-বাগদাদী (রহ) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে তরীকত ও তাসাউফ-এর দীক্ষা ও ফায়য অর্জন করেছেন। হযরতের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং তাঁর পিতা ড. ফরীদুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আবদুর রশীদ রেজভী, মাওলানা জিয়াউদ্দীন মাদানী,মাওলানা আহমদ সাঈদ কাজেমী, ড. বোরহান আহমদ ফারুকী এবং শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আলূনী আল-মালেকী আল-মক্কী রহ. এর মতো প্রখ্যাত আলেমগণ।

তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত পুরো পাকিস্তানব্যাপী 'উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায়' প্রথম হয়ে 'কায়েদে আ'জম গোল্ড মেডেল' অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি অর্জন করেছেন আরো অনেকগুলি গোল্ড মডেল। তিনি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির এল.এল.বি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির সেন্ট.সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি একই সঙ্গে পাকিস্তান শরয়ী আদালতের ফিকহ উপদেষ্টা,পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা,ইসলামি পাঠ্যক্রম জাতীয় কমিটির দক্ষ সদস্য,আ'লা তাহরীক মিনহাজুল কুরআনের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক,পাকিস্তান আওয়ামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সভাপতি, আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মলনের সহসভাপতি,আন্তর্জাতিক ইসলামি একতা সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল,পাকিস্তান জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য এবং উনিশটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলবিশিষ্ট সংগঠন 'পাকিস্তান আওয়ামী ইত্তেহাদ' এর সভাপতি। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রখ্যাত বিদ্যাপিঠ 'মিনহাজুল কুরআন ইউনিভার্সিটি ,লাহোর'।

উর্দূ,আরবি ও ইংরেজী ভাষায় এ পর্যন্ত তিন'শর ওপরে তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে। বিচিত্র বিষয়ে রচিত তাঁর আটশতাধিক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পথে রয়েছে।

মানবকল্যানের কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তানৈতিক ও সামাজিক খেদমতকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আমরা তার কিছু নমুনা পেশ করছি :

১. গবেষণা, রচনা এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যে আত্যন্তিক প্রচেষ্টার জন্য দ্বিতীয় মিলিনিয়ামের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর পাঁচশত প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের অসাধারণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ International Whos who of Contemporary Achievement 'সমকালীন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার'-এর পঞ্চম এডিশনে ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরীর ওপর একটি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে।

৩. 'আমেরিকান বায়ুগ্রাফিকেল ইনিস্টিটিউট' (ABI)-এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সবচে' বড় বেসরকারি শিক্ষাপ্রকল্প বাস্তবায়ন, দুইশ গ্রন্থের লেখক হওয়া, পাঁচ হাজারের অধিক বিষয়ের ওপর বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ও সংগঠনে বক্তৃতা উপস্থাপন করা, 'মিনহাজুল কুরআন আন্দোলন'এর প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দি মিনহাজ ইউনিভার্সিটির' চ্যান্সেলর হওয়ার সুবাদে The International Cultural Diploma of Honour আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ডিপ্লোমা অব অনার্স- উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

৪. ইংল্যান্ডের ইন্টারনেশনাল বায়ুগ্রোফিক্যাল সেন্টার অব কেম্ব্রিজ- (IBC) এর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও সমাজের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী কৃতিত্বের স্বাক্ষর স্থাপনের সুবাদে তাকে The International Man of the Year 1998-99 '১৯৯৮-৯৯ সালের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. বিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ সেবা করার জন্য তাকে Leading Intellectual of the World 'বিশ্বের মহান বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্ব- এর উপাধি প্রদান করা হয়েছে।

৬. শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার অদ্বিতীয় খেদমতের জন্য International Who is Who -পক্ষ থেকে Individual Achievement Award 'অনন্য ব্যক্তিত্ব পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে।

৭. নজীরবিহীন গবেষণার কারণে (ABI) এর পক্ষ থেকে Key of Success 'সফলতার চাবিকাঠি'র সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৮. বিংশ শতাব্দির International Who is Who এর পক্ষ থেকে Certificate of Recognition 'যোগ্যতার স্বীকৃতি সনদ' প্রদান করা হয়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে শাইখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী একজন ব্যক্তি মাত্র নন; বরং তিনি মুসলিম উম্মার জন্য একটি নতুন যুগের প্রতিষ্ঠাতা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যোগ্য প্রতিনিধি।

সবুজপত্র পাবলিকেশন